www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬–২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

Sree Sai Enterprise
Mineral & Packaging Drinking Water Wholesales
131 K.N.C. Road, Haritala Colony
Barasat : Kolkata 700124
Mob: 7278275377 / 8981119252
অনুষ্ঠান বাড়িতে ২০ লিটারের জার ও পেট বোতল সরবরাহ করা হয়।
বি: দ্র: এখানে Fruty এবং Appy পাওয়া যায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ১০ ভাদ্র – ১৬ ভাদ্র, ১৪২৩ ঃ ২৭ আগস্ট – ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 44, 27 August - 2 September, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ব্যাডমিন্টন ফাইনালে রুপো জিতলেন সি ভি সিন্ধু।

ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর স্পেনের ক্যারোলিনা মারিনের কাছে হেরে গেলেও পদকের খরায় কিছুটা স্বস্তি এনে দিলেন ভারতবাসীর হৃদয়ে।

রবিবার : অনেক জল্পনার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর পদে

রঘুরাম রাজনের স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন উর্জিত প্যাটেল। রাজনের সংসার তিনি কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তার দিকেই তাকিয়ে সকলে।

সোমবার : মন্দারমণিতে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত তিন

মদ্যপ যুবক ফের দেখিয়ে দিল এ রাজ্যে যৌবন এখন নেশার টানে সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছে।

মঙ্গলবার : কোচবিহারে পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশনের নারায়নী সেনাকে

প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগ বিএসএফ এখন কাঠগড়ায়। শুরু হয়েছে তদন্ত।

বুধবার : দেশের কল্যাণের যুক্তিতে তৈরি ফারাক্কা ব্যারেজ তুলে

দেওয়ার সুপারিশ করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। ডিভিসি নিয়েও সোচ্চার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ব্যারেজ এখন প্রশ্নের মুখে।

বৃহস্পতিবার : গর্ভ ভাড়া নিয়ে সন্তান লাভ জন্ম দিয়েছে মানুষের

লোভ লালসা। জন্ম নিয়ে নিষ্ঠুর ব্যবসা এখন মাথাব্যথার কারণ। সারোগেসি বন্ধ করতে বিল আনতে চলেছে কেন্দ্র।

শুক্রবার : স্করপেন ডুবোজাহাজের নথি ফাঁস নিয়ে

ফাঁপড়ে কেন্দ্র। আরও কিছু নথি ফাঁস হয়েছে ইতিমধ্যে যা থাকলে ডুবোজাহাজ ধ্বংস করা সহজ। সর্ষের মধ্যেই ভূত?

● সবজান্তা খবরওয়ালা

আইএস–এর অডিও ক্লিপিংস ছড়াচ্ছে যুবকদের ফোনে

কুনাল মালিক

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এখন জেহাদি ইসলামিক মৌলবাদী জঙ্গিদের তৎপরতা সবচেয়ে বেশি। এর অনেকগুলি কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ প্রতিবেশি বাংলাদেশের অরক্ষিত সীমান্ত এলাকা। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর বর্ধমানের খাগড়াগড়ে জেহাদি জঙ্গিদের ঘরে বিস্ফোরণের পর প্রকাশ্যে আসে তাদের জাল কতটা ছড়িয়েছে। একের পর এক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তে প্রকাশ হয়েছে এ রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের জঙ্গিদের নেটওয়ার্ক কতটা গভীর। এ রাজ্যের নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দুই ২৪ পরগনায় জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীদের তৎপরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলার অবৈধ মাদ্রাসাগুলোতে ধর্ম শিক্ষার নামে জেহাদি কর্মসূচি আগেও চলত। বর্তমানে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ রাজ্যের জামাত উল মুজাহিদিন দীর্ঘদিন ধরেই দেশ বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত ছিল। এখন সূত্রের খবর ওই সংগঠনই এ রাজ্যে ইসলামিক স্টেট জঙ্গি সংগঠনের প্রধান মুখ হয়েছে। সম্প্রতি বীরভূমে ধৃত জঙ্গি মুসাকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা নতুন নতুন চাঞ্চল্যকর তথ্য পাচ্ছে। তাতে জানা যাচ্ছে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে আই এস 'খিলাফৎ' আন্দোলনের নামে জেহাদি কার্যকলাপে নাম লেখাতে এ রাজ্যের শিক্ষিত যুবক–যুবতীদের টার্গেট করেছে। বাংলাদেশের গুলশনে জঙ্গি হানার পর, ওদেশে তাড়া খেয়ে বেশ কয়কজন মহিলা ও পুরুষ জঙ্গি নাকি এ রাজ্যে ঘাঁটি গেড়েছে। দুই দেশের ভাষা ও বেশভূষা এক হওয়ায় ওই জঙ্গিরা সহজেই গোয়েন্দাদের চোখে ফাঁকি দিতে পারছে। অনেকে আবার বর্তমান শাসক দলের রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে আত্মগোপন করছেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাসূত্রের খবর আইএসের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্মের নামে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামাত–উল–মুজাহিদিন বাংলাদেশের পাশাপাশি এ রাজ্যে ব্যক্তি হত্যা, নাশকতা, সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা করেছে। ইসলামপন্থী মানুষদের মগজ ধোলাই করার জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় প্রচার শুরু হয়েছে। মালদা ও মুর্শিদাবাদে 'মোগলস্তানের' পোস্টার ছড়িয়ে পড়েছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর আইএস মতাদর্শ প্রচারের অডিও ক্লিপিংস মোবাইলের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দুই ২৪ পরগনা সহ সারা রাজ্যে পৌঁছে দিতে কট্টরপন্থী জেহাদি মনোভাবাপন্ন কিছু যুবক দায়িত্ব নিয়েছে। এখনই যদি ওই সমস্ত যুবকদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা প্রশাসন না করে, তাহলে আগামী দিনে জেহাদি যুবকদের সংখ্যা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে যাবে। সব চেয়ে বড় কথা হল জেহাদিরা এমন ভাবে মগজ ধোলাই করছে যেন এটা স্বাধীনতার লড়াই। মৃত্যু হলেও সেটা নাকি শহিদের মৃত্যু। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এখনি কড়া পদক্ষেপ না নিলে পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে। সেই সঙ্গে সব সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠীভুক্ত মানুষকে জেহাদি মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে খবর

দুষ্কৃতীদের কব্জায় শিক্ষাঙ্গন

লজ্জাজনক সংঘর্ষ

মেহেবুব গাজী

স্কুলের এক ক্লার্কের সঙ্গে এক শিক্ষকের বচসার জেরে এবার পরিচালন সমিতির সদস্য ও অভিভাবকদের হাতে আক্রান্ত হলেন বেশ কয়েকজন শিক্ষক–শিক্ষিকা। এমনকি তাদেরকে স্কুলের একটি ঘরের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ফ্রেজারগঞ্জ থানার কৃষ্ণপ্রসাদ আদর্শ বিদ্যাপীঠে। সন্ধে নাগাদ পুলিশ খবর পেয়ে স্কুলে পৌঁছে আটক শিক্ষক–শিক্ষিকাদের উদ্ধার করে। শিক্ষক–শিক্ষিকাদের মধ্যে চারজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় ভর্তি করানো হয় নামখানার দ্বারিকনগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এদের মধ্যে মনোরঞ্জন ভৌমিক নামে এক শিক্ষকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়াতে রাতে স্থানান্তরিত করা হয় কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে। তবে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবাশিস ভৌমিক জানান, 'সামান্য বাগবিতন্ডা হয়েছে অভিভাবক ও শিক্ষক–শিক্ষিকাদের মধ্যে। মারধরের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার। এদিন শিক্ষক দেবপ্রসাদ সর্দার স্কুলের প্রার্থনা শুরুর পর স্কুলে ঢোকেন বলে অভিযোগ তোলেন ক্লার্ক জীবেশ দাস। অভিযোগ, স্কুলে দেরিতে আসার জন্য শিক্ষক দেবপ্রসাদ সর্দারকে অপমান করার পাশাপাশি অশ্লীল ভাষায় হুমকি দেন জীবেশ দাস। তা নিয়ে খোদ শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ শুরু হয়। ঘটনাটি নিয়ে সরব হন স্কুলের ১২ জন শিক্ষক শিক্ষিকা। পরে বিষয়টি নিয়ে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবাশিস ভৌমিকের দ্বারস্থ হন শিক্ষক শিক্ষিকারা। শিক্ষক শিক্ষিকাদের একাংশের অভিযোগ, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিষয়টি বেশি আমল না দিয়ে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালন সমিতির সদস্যরা। অসুস্থ শিক্ষক হাসপাতালের বেডে শুয়ে বলেন, 'ক্লার্ক জীবেশ দাসকে বাইরে রেখে এই বৈঠক হয়। সেখানে বারে বারে ক্লার্ককে ডাকার জন্য অনুরোধ জানাই। কিন্তু পরিচালন সমিতির সদস্য ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তাতে রাজি হয়নি। তখন বেশ কয়েকজন শিক্ষক প্রতিবাদ জানান।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভূতে ধরার ছুতোয় মারধর ছাত্রকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'ভূতে ধরেছে, তাই ভূত ছাড়াতে হবে।' এমনি হুজুগ তুলে এক খুদে ছাত্রকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল স্কুলের শিক্ষক ও কেয়ারটেকারের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর গুরুতর জখম ছাত্র হাসিবুর রহমান মোকামীকে চিকিৎসা পর্যন্ত করা হয়নি বলে পরিবারের অভিযোগ। অবশেষে সোমবার দুপুরে হাসিবুরকে গুরুতর জখম অবস্থায় হোস্টেল থেকে উদ্ধার করতে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবারের লোকজনেরা। হাসিবুর উস্তির হটুগঞ্জ আল আমিন মিল্লি মিশনের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। অভিযুক্ত শিক্ষক মোশারফ খান ও হোস্টেলের

কেয়ারটেকার মুশিয়ার রহমানের বিরুদ্ধে সন্ধে নাগাদ ডায়মন্ড হারবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত ছাত্রের বাবা হামিদ মোকামী। যদিও প্রাথমিক চিকিৎসার পর রাতে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলে হাসিবুর রহমান আপাতত বাড়িতেই রয়েছে। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে দিশেহারা এই পড়ুয়া। তার পিঠে ও গালের বাঁ পাশে কালশিটে দাগ পড়ে গিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : গত ১৯ আগস্ট গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তোলা চাওয়ার অভিযোগে ৩ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম রহিমির গাজী, রহিজ মোল্লা, রফিকুল মোল্লা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানার সরিষা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সরিষা এলাকায় এক লোহা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে গত এক সপ্তাহ ধরে তোলা চাওয়া হচ্ছিল। ফোনে লোহা ব্যবসায়ীর কাছে তোলাবাজরা ৫ লক্ষ টাকা দাবি করে হুমকি দেওয়া হয়। ওই ব্যবসায়ী ডায়মন্ড হারবার থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ ৩ জন তোলাবাজকে গ্রেফতার করে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে সেলিম ও মুস্তাহার নামে ২ বিচারধীন বন্দি তোলা চেয়ে ফোন করত। আর জেলের বাইরে থাকা এই ৩ দুষ্কৃতীকে দিয়ে টাকা তুলতো। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এই চক্রের সাথে আরও কারা জড়িত আছে কিনা। ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম কোর্টের বিচারক ধৃতদের ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পুজোর পর বেকারি পণ্যের দাম বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যে পাউরুটি সহ সমস্ত বেকারি পণ্যের দাম ২ থেকে ৪ টাকা করে বাড়ছে। গত ২২ আগস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সম্পাদক তথা বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ইদ্রিশ আলি কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পরিষদ অতীন ঘোষের সঙ্গে কার্য সূত্রে কেন্দ্রীয় পুরভবনে এসে সাংবাদিকদের জানান, যেভাবে পাউরুটি ও অন্যান্য বেকারি পণ্য তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, ভালো মানের গমের ময়দা, ভোজ্যতেল, ফ্রেশ ইস্ট, চিনি ইত্যাদি দ্রব্যের দাম বেড়েছে তাতে পাউরুটি ও বেকারি বিস্কুটের দাম না বাড়িয়ে উপায় নেই। আমরা দুর্গাপুজোর আগে প্রতি পাউন্ডের দাম ১৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২২ টাকার মধ্যে রাখতে চলেছি। এরই সঙ্গে পাউরুটির গুণগত মান বজায় রাখতে বর্তমানে পাউরুটি ফোলানো ও লাইফ–স্প্যান বাড়াতে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ডেনমার্ক থেকে আমদানিকৃত 'ইমালসিফাইয়ার্স' ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এ রাজ্যে প্রায় ৪,০০০ বেকারি রয়েছে। এর আগে ২০১৩–এর আগস্টে শেষবার পাউরুটির দাম বাড়ানো হয়েছিল।

স্লগ ওভারে জমিয়ে দেবে দেশপ্রিয় পার্ক

সিংহদ্বারের অভিনবত্ব দর্শক টানবে এবারেও

পার্থসারথি গুহ

বিশ্বকাপ জেতার পর বিজয়ী দলের ওপর যে চাপ তৈরি হয় তা এককথায় মারাত্মক। এই চাপ আর কিছুর নয় খেতাব ধরে রাখার তাগিদের। অনেকটা ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের মতো। গতবারের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছো তো কি আছে, পরবর্তী পরীক্ষায় ফের প্রমাণ করতে হবে তুমিই ক্লাসের সেরা। এই সেরার তকমা একবার যদি জনতা হাতে তুলে দেয় তা হলে তো আর কথাই নেই। গতবছর দেশপ্রিয় পার্কের পুজো প্রশাসনিক চাপে যতই অবরুদ্ধ হয়ে যাক না কেন সাধারণ দর্শনার্থীদের কাছে অনেক আগেই 'বিশ্বের বৃহত্তম দুর্গা' সেরার সেরা শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছিল।

সেই সেরার লেবেল গায়ে পড়ে যাওয়ার ঠিক পরের বছর প্রাথমিকভাবে আলুথালু মনে হলেও ক্লাবের হোতা সুদীপ্ত কুমারের প্রত্যয় এবারেও তাদের পুজো দর্শনার্থীদের নিরাশ করবে না। 'ওস্তাদের মার' যে শেষ রাতেই হবে তাও ধরা পড়ছে ক্লাব কর্তার বয়ানে। ভালো স্পনসরের অভাবে যে এবার তারা গতবারের মতো ছ'মাস আগে থেকে মাঠে নামতে পারেননি তা স্বীকার করলেন সুদীপ্ত। তাও স্লগ ওভারে দেশপ্রিয় পার্ক যে ছক্কা, চৌকা মেরে বেশ ভালোরকমের একটা পুজো পেশ করতে চলেছে তা স্পষ্ট এদের অভিব্যক্তিতে। মুখে একটা রহস্য রাখলেও ক্লাব সূত্রের খবর গতবার যেমন প্রতিমার পাহাড়প্রমাণ উচ্চতায় বাজিমাৎ করা হয়েছিল এবার প্রবেশদ্বার বা পোশাকি ভাষায় 'সিংহদ্বার'–এর অভিনবত্ব চুম্বকের মতো দর্শক টানবে দেশপ্রিয় পার্ক অভিমুখে। আর গতবারের মতো দর্শক সমাগম নিয়ে এবার যাতে ভুক্তভোগী হতে না হয় সেজন্য ইতিমধ্যেই ক্লাবের পক্ষ থেকে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলা হচ্ছে। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ক্লাব কর্তারা বৈঠক সেরেছেন ডিসি সুপ্রতীম সরকারের সঙ্গেও। এছাড়া স্থানীয় লেক থানার ওসি প্রসেনজিৎবাবুর সাহায্যও পাচ্ছে পুজো কমিটি। এমনকী গতবারের অভিজ্ঞতার নিরিখে এই অঞ্চলের ত্রিধারা এবং আরও কয়েকটি জনপ্রিয় পুজোর ভিড় সুষ্ঠুভাবে সামলানোর জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে দেশপ্রিয় পার্কে মনিটরিং শিবিরও খোলা হতে পারে।

গতবারের বৃহত্তম দুর্গা পরিবারের অনেকের পাশে থাকাটা অবশ্য আলাদা রসদ জোগাচ্ছে দেশপ্রিয় পার্ককে। ইতিহাস তৈরি করা মিন্টু পাল এবারেও দায়িত্বে। মহিষাসুর দমনের মাধ্যমে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার থিম হয়তো পরিস্ফুট হবে সিংহদুয়ারের মাধ্যমে। যদিও ক্লাব কর্তা সুদীপ্ত একটা বিষয় পরিস্কার করে দিয়েছেন যেভাবে স্পনসরের অভাব গোটা বাংলার পুজোর জৌলুসকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে তাতে হয়তো আগামী দিনে ফের সাবেকিয়ানায় ফিরবে কলকাতা তথা রাজ্যের দুর্গাপুজো। ক্রীড়া জগত থেকে রাজ্য রাজনীতি সর্বত্র যেভাবে মহিলাদের উত্থান ঘটছে তার প্রেক্ষিতে এবারের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোঁয়া চাইছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। দিদি তাদের পুজোর উদ্বোধনে এলে তাঁরা যে আপ্লুত হবেন তাও জানাতে ভোলেন নি সুদীপ্তরা। প্রায় শতাধিক সংস্থা দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে পুরস্কারের বন্যা বইয়ে দিলেও মানুষের পুরস্কারই যে তাদের কাছে শ্রেষ্ঠ তাও তুলে ধরেন সুদীপ্ত। তাছাড়া গতবার এশিয়ান বুক অফ রেকর্ডস এবং লিমকা বুক অফ রেকর্ডসের মতো আন্তর্জাতিক পুরস্কার যে তাদের ঝুলিতে এসেছে তা জানাতে ভোলেননি এই কর্মতৎপর কর্তা।

এবারে তৈরি হচ্ছে সিংহ দুয়ার

গোডাউনে বৃহত্তম দুর্গা, এটাই সত্যি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃহত্তম দুর্গা তুমি কোথায়? আর কয়েকদিন গেলে হয়তো নিরুদ্দেশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে ঠাঁই মিলত এই অনুসন্ধানের। যাক জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ইতিহাস সৃষ্টিকারী বৃহত্তম দুর্গা প্রতিমার আপাত সাকিন ঠিকানা জানা গিয়েছে। তাঁর স্থান এখন ডানলপের এক গোডাউনে। যে বৃহত্তম দুর্গার ইকো পার্ক, নিকো পার্ক সহ বিভিন্ন জায়গায় সরকারি সংরক্ষণে থাকার কথা ছিল, শোভিত হওয়ার কথা ছিল দর্শনার্থীদের কাছে তার ভবিষ্যত এখনও স্পষ্ট নয়। আশা ছাড়তে অবশ্য নারাজ দেশপ্রিয় পার্কের ক্লাব কর্তারা। তাদের বক্তব্য স্পনসরের ব্যবস্থাপনায় ডানলপের গোডাউনে বৃহত্তম দুর্গা থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে হয়তো রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে তার স্থান হবে কোনও প্রথিতযশা সংরক্ষণকেন্দ্রে।

জিএসটি কি এবং কেন?

ভারতে এই প্রথম একম অদ্বিতীয়ম পণ্য পরিষেবা কর চালু হতে চলেছে। কোনও না কোনও ভাবে আমাদের প্রত্যেককেই এই কর দিতে হবে। তার আগে জেনে নেওয়া যাক এই কর ব্যবস্থার খুঁটিনাটি।

প্রশ্ন ৩. কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য পর্যায়ে কোন কোন কর জি.এস.টি–তে মিশে যাবে?

উত্তর : কেন্দ্রীয় স্তরে নিম্নলিখিত করগুলি নতুন কর ব্যবস্থায় মিশে যাবে :

ক) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক

খ) অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক

গ) পরিষেবা কর

ঘ) অতিরিক্ত সীমাশুল্ক, যাকে সাধারণভাবে কার্ডস্টার ভেইলিং ডিউটি বলা হয়

ঙ) বিশেষ অতিরিক্ত সীমাশুল্ক

রাজ্য পর্যায়ে নিম্নলিখিত করগুলি জি.এস.টি–তে মিশে যাবে:

ক) রাজ্যের মূল্য যুক্ত কর/বিক্রয় কর

খ) বিনোদন কর (স্থানীয় সংস্থা কর্তৃক আরোপিত কর ছাড়া) কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর যা রাজ্যসরকারগুলি আদায় করে।

গ) অক্টরয় এবং প্রবেশ কর

ঘ) ক্রয়ের ওপর ধার্য কর

ঙ) বিলাস কর

চ) লটারি, বেটিং এবং জুয়ার ওপর ধার্য কর।

প্রশ্ন ৪. সময়ানুক্রমিকভাবে জি.এস.টি পেশের আগের ঘটনাবলী কিরকম?

উত্তর : পরোক্ষ কর নিয়ে কেলকার টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টে এখন থেক ১৩ বছর আগে বিষয়টি নিয়ে প্রথম আলোচনা হয়। জি.এস.টি–র প্রধান ঘটনাক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

ক) ২০০৩–এ পরোক্ষ কর নিয়ে কেলকার টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টে একটি সার্বিক পণ্য ও পরিষেবা করের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

খ) ২০০৬–০৭–এর বাজেট বক্তৃতায়, ২০১০–এর ১ এপ্রিলের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে পণ্য ও পরিষেবা কর সংক্রান্ত বিল পেশের প্রস্তাব করা হয়।

গ) যেহেতু এই প্রস্তাবের সঙ্গে, শুধুমাত্র কেন্দ্র কর্তৃক ধার্য পরোক্ষ করই নয়। রাজ্যগুলির ধার্য পরোক্ষ করের সংস্কার ও পুনর্গঠন করার বিষয়টি জড়িত ছিল, এই জি.এস.টি রূপায়নের জন্য এর পরিকল্পনা ও পথ নির্দেশিকা তৈরির দায়িত্ব রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের এক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির হাতে দেওয়া হয়েছিল।

ঘ) ভারত সরকার ও রাজ্যগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ওই ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি ২০০৯–এর নভেম্বর মাসে তাদের তৈরি প্রথম আলোচনাপত্র প্রকাশ করে।

ঙ) ২০০৯–এর সেপ্টেম্বর মাসে জি এস টি সংক্রান্ত কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের নিয়ে এক যৌথ কর্মীগোষ্ঠী গঠন করা হয়।

চ) সংসদে জি এস টি বিলটি পেশ করতে সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে ২০১১ সালের মার্চে ১১৫তম সংবিধান সংশোধনী বিল লোকসভায় পেশ করা হয়। সংসদীয় বিধি মেনে বিলটিকে পরীক্ষা ও রিপোর্টের জন্য অর্থ দপ্তরের সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়।

ছ) এদিকে, ২০১২'র ৮ নভেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কেন্দ্র, রাজ্য ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির আধিকারিকদের নিয়ে একটি জি এস টি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

জ) নবগঠিত এই কমিটি জি এস টি প্রণয়নও ১১৫তম সংবিধান সংশোধন বিল নিয়ে বিস্তারিত আলাপ–আলোচনা করে এবং ২০১৩'র জানুয়ারি'তে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসেই ভুবনেশ্বরে তাদের বৈঠকে সংবিধান সংশোধনী বিলটি কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করে।

ঝ) ভুবনেশ্বরে কমিটির ওই বৈঠকে জি এস টি বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার জন্য তিনটি আধিকারিক পর্যায়ে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই কমিটিগুলি ছিল নিম্নরূপ :–

সরবরাহের স্থান সংক্রান্ত বিধি ও রাজস্ব নিরপেক্ষ হার নির্ধারণ বিষয়ক কমিটি

দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ, করের সীমা বা থ্রেসহোল্ড এবং কর ছাড় সংক্রান্ত কমিটি

আন্তঃরাজ্য পণ্য ও পরিষেবা কর ও জি এস টি সংক্রান্ত কমিটি

ঞ) ২০১৩'র আগস্ট মাসে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি লোকসভায় তাদের রিপোর্ট পেশ করে। স্থায়ী কমিটি ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির সুপারিশগুলি অর্থ মন্ত্রক ও আইন মন্ত্রকে পরীক্ষা করে দেখা হয়। সংসদীয় কমিটি ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির করা অধিকাংশ সুপারিশই গৃহীত হয় এবং খসড়া সংশোধনী বিলটিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়।

ট) ২০১৩'র সেপ্টেম্বরে সংবিধান সংশোধন বিলের চূড়ান্ত খসড়ায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহ বিবেচনার জন্য পুনরায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির কাছে পাঠানো হয়।

ঠ) ২০১৩'র নভেম্বরে শিলং–এ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত খসড়ায় আবার নতুন কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়। ১১৫–তম সংবিধান সংশোধনী বিলে পুনরায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির নির্দিষ্ট কিছু সুপারিশকে যুক্ত করে ২০১৪'র মার্চে পুনরায় কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়।

ড) পঞ্চদশ লোকসভা ভঙ্গ হওয়ার ফলে ১১৫তম সংবিধান সংশোধনী বিল, ২০১১, যেটিকে ২০১১'র মার্চে লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল, তা মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অকার্যকর হয়ে যায়।

ঢ) ২০১৪'র জুন মাসে নতুন সরকার অনুমোদন করার পর, খসা৷ সংবিধান সংশোধনী বিলটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির কাছে পুনরায় পাঠানো হয়। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির সঙ্গে বিলটির গঠন নিয়ে ব্যাপক সহমতের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা ১৭/১২/২০১৪ তারিখে বিলটিকে সংসদে পেশ করার জন্য অনুমোদন করে। পণ্য ও পরিষেবা কর বিলটি পাশের প্রস্তুতি হিসাবে এটি করা হয়। ১৯/১২/২০১৪'তে বিলটি লোকসভায় পেশ হয় এবং ০৬/০৫/২০১৫'তে বিলটি লোকসভায় পাশ হয়। এর পর, বিলটিকে রাজ্যসভার সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। কমিটি ২২/০৭/২০১৫'তে এ সম্পর্কে তার রিপোর্ট দেয়।

ক্রমশঃ

বাজারের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে থৈ রাখতে হবে

প্রদীপ্ত দাস

শেয়ার বাজারের নদীতে কখন যে জোয়ার আর কখন ভাঁটা তা বুঝতে গেলে বোধহয় খুব বড় মাপের বৈজ্ঞানিক হতে হবে। বিজ্ঞানলব্ধ চিন্তাধারণার মাধ্যমে অর্থনৈতিক এই 'আপস অ্যান্ড ডাউনস'–এর পরিমাপ করতে হবে। তাও কূল পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আসলে এই কম্পাঙ্ক মেপে দেখার জন্য যে যন্ত্র আবিষ্কার হওয়া উচিত তার সন্ধান বোধহয় বৈজ্ঞানিক জগতেও নেই। শেয়ার বাজার বলতে এখানে শুধু যে ভারতের কথা বলা হচ্ছে তা নয়। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজারেই এই ধরণের উথালপাতাল রয়েছে। তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ভারতেও বর্তমান। প্রবল এক অর্থনৈতিক ভাঁটার জাতাকলে পড়ে ভারতীয় বাজার গত ২০০৮ সাল থেকে ভয়ঙ্কর নিম্নগামিতার চোরাস্রোতে নিমজ্জিত হয়েছিল। কালের নিয়মে সেই বাজার আবার আসতে আসতে ঘুরে দাঁড়ায়। অনেকটাই পড়ে যাওয়া দেখছিলাম নিফটি এবং সেনসেক্সে সেই সংশোধন আসলে ব্যাপক একটা বাড়বাড়ন্তের পরবর্তী ছবি। যে চিত্র দেখতে গেলে তাকাতে হবে গত ২০১৪ এর দিকে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যেদিন নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে দিল্লিতে আসীন হল বিজেপি তথা এনডিএ সরকার সেদিনই ভারতীয় অর্থনীতি তার নয়া বাঁকের সন্ধান পেল। বস্তুত এর পরেই লাফিয়ে লাফিয়ে নিফটি ছুঁয়ে ফেলে এক সুবিশাল মগডাল।

৫২০০ অঙ্ক থেকে চলে যায় একেবারে ৯২০০ তে। এই ৪ হাজার পয়েন্ট নিফটির অগ্রগতি একি আর চাট্টিখানি কথা। তার তো কারেকশন হওয়া প্রয়োজন। তবেই গিয়ে বাজার সুস্থতার মুখ দেখবে। ইংরেজিতে একটা কথাই আছে। যাকে শেয়ার বাজারের প্রবাদ বাক্যও বলা চলে। তা হল, 'কারেকশন মেকস মার্কেট হেলদিয়ার'। একে ধ্রুব সত্য মেনে যে চলবেন তাতেও সমস্যা। কারণ কখনও দেখবেন বাজার এতটাই বেড়ে চলেছে যে

অর্থনীতি

আপাতত যে ইমারত গড়ে তুলেছে ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স তার ভিত মজবুত হয়ে চলেছে প্রতিটি কারেকশনের মাধ্যমে। এই যেমন এই বছর ২০১৬–র কথাই বলা যাক না কেন। গত ফেব্রুয়ারিতেই ভারতের শেয়ার বাজার স্মরণকালের মধ্যে যথেষ্ট নিচে চলে এসেছিল। নিফটি তো ৭ হাজার ভেঙেও ছিল কয়েকদিনের জন্য। যখন মনে হচ্ছে আরও নিম্নতল সম্ভবপর হতে পারে ঠিক তখনই প্রত্যাঘাত শুরু করেন বুল'রা। বস্তুত এই তেজিয়ান ঘোড়ারা আবার বিদেশি এফআইআই। যেটাকে আমরা সাদা চোখে সেখানে সংশোধনীর কোনও নাম গন্ধ নেই। এতে মানুষ মানে সাধারণ যারা লগ্নিকারী তারা নিশ্চিতভাবে দিশাহারা হয়ে পড়েন। বাজার ক্রমাগত বেড়ে যেতে দেখে তারা দুম করে কিনে বসেন। এতে কি হয় অনেকসময়ই বেশি উচ্চতায় শেয়ার ধরে তারা বসে থাকেন। ফলে বাজার যখন প্রকৃত কারেকশন শুরু করে তখন তারা থৈ খুঁজে পান না। এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সংযম এবং ধৈর্যের যুগপৎ প্রয়োগ দরকার। তবেই গিয়ে অর্থবাজারের এই জোয়ার–ভাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৭ আগস্ট – ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

মেষ : উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ রয়েছে গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সপ্তাহের শেষের দিন থেকে শুভফলের যোগ রয়েছে। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে।

বৃষ : মানসিক দৃঢ়তার জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করতে সমর্থ হবেন। যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। দায়িত্বমূলক কাজের জন্য আপনি সম্মানিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার দ্বারা ক্ষতি। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন।

কর্কট : নিজের চেষ্টায় উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভফলের কারক। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য আপনি সম্মানিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে বাধা এলেও সাফল্য।

সিংহ : মাথা উঁচু করে চলতে পারবেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রসর হবেন না। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

কন্যা : বহু বাধা বিঘ্ন আসা সত্ত্বেও আপনি জয়লাভ করবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে তেমন শুভফল পাবেন না। বেকারত্বের অবসান ঘটবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ হবে।

তুলা : লেখাপড়ায় ভালফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। বুদ্ধি ভ্রংশের ফলে ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে। জ্বর পীড়াদির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভদায়ক। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ ফলের কারক শিক্ষায় বাধা এলেও সাফল্য পাবেন।

ধনু : উন্নত চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে। সাবধানে চলবেন। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে অনেক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে হবে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। ঠান্ডাজনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক উন্নতি কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটবে। দায়িত্ববহুল কাজে অগ্রসর হবেন। শত্রুতার যোগ।

কুম্ভ : ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। এই সময় মান–সম্মান যথেষ্ট পাবেন। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। বন্ধুদের সাথে সাবধানে মিশতে হবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় সাবধান থাকবেন।

মীন : লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। খাওয়া দাওয়া সাবধানে করতে হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ার যোগ রয়েছে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলুন।

কলকাতা কোর্টে ক্লার্ক ও কেয়ারটেকার নিয়োগ হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্লার্ক ও কেয়ারটেকার পদে ১৭ জন কর্মী নেবে কলকাতা হাইকোর্টের অধীনস্থ সিটি সেশনস কোর্ট। প্রার্থী বাছাই করবে ডিস্ট্রিক্ট রিক্রুটমেন্ট কমিটি। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ১৩২।

শূন্যপদের বিবরণ : লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক : ১৬টি (সাধারণ ৭, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, সাধারণ–ই সি ১, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি জাতি–ই সি ২, তফসিলি উপজাতি ১, তফসিলি উপজাতি–ই সি ১, ওবিসি–এ ১)। কেয়ারটেকার : ১টি (সাধারণ)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে কম্পিউটারের সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে এবং কম্পিউটার অপারেশনে দক্ষ হতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধিরা ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং কম্পিউটার ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা নেওয়া হবে দুটি পার্টে। প্রথম পার্টে (১০০ নম্বর) প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ ধরনের। দ্বিতীয় পার্টে (১০০ নম্বর) গ্রুপ 'এ' এবং গ্রুপ 'বি'তে যথাক্রমে ইংরেজি এবং বাংলা বা উর্দু বা হিন্দি বিষয়ে কনভেশনাল টাইপ প্রশ্ন হবে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে মাধ্যমিক স্তরের। প্রথম পার্টের পরীক্ষায় সফল হলে তবেই দ্বিতীয় পার্টের পরীক্ষা দেওয়া যাবে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে। www.calcuttahighcourt.nic.in বা ecourts.gov.in/citysessionscourtcalcutta দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৩০০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা)। অনলাইনে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ব্যাঙ্ক চালানের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্কের কোনও শাখায় ফি জমা দেওয়া যাবে। চালানের প্রিন্ট আউট পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকেই। ব্যাঙ্কে ফি জমা করার পর ডিপোজিট স্লিপ অথবা অনলাইনে ফি জমা দিয়েই ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন : * প্রার্থীর দু'কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো। দুটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন ও সই করে দেবেন। * সচিত্র পরিচয়পত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল। * শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের প্রত্যায়িত নকল। * কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল। * দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল। * প্রার্থীর নাম–ঠিকানা লেখা এবং ৫ টাকার ডাকটিকিট সাটানো ২৫×১১ সেমি মাপের একটি খাম। * ফি জমা দিয়ে পাওয়া ডিপোজিট স্লিপ বা ই–রিসিপ্ট।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা আবেদনপত্র স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্ট বা সাধারণ ডাকে ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, Bichar Bhawan, 2 & 3, Bankshall Street, Kolkata 700 001, অথবা এই ঠিকানায় রাখা নির্দিষ্ট বাক্সে সরাসরি গিয়ে দরখাস্ত ফেলেও আসতে পারেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনে ১১১ স্কিল্ড ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১১ জন স্কিল্ড ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট (কোড–এস ডব্লু এ) নেবে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের হাইড্রোলজিক্যাল অবজার্ভেশন সার্কেল। তফসিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য ১৩টি, তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য ৮টি এবং ওবিসিদের জন্য ৩৪টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মানুসারে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা আইটিআই পাশ। আইটিআইয়ের যে কোনও ট্রেডের সার্টিফিকেট থাকলেই আবেদন করা যাবে।

বয়স : ২৫–৯–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে মাধ্যমিক বা আইটিআইয়ে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে নির্বাচিতদের দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ১৫ পাউন্ড (প্রায় সাড়ে ১১ কেজি) ওজন নিয়ে একনাগারে ৫০০ মিটার হেঁটে যাওয়া। প্রার্থীকে অন্তত ৮ ফুট গভীর জলাধারে একনাগারে ১০০ মিটার সাঁতার কাটতে জানতে হবে। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা কোয়ালিফাইং পরীক্ষা। এই পরীক্ষার জন্য কোনও নম্বর বরাদ্দ নেই। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফলদের মধ্যে থেকে মেধাতালিকা অনুসারে নিয়োগ হবে।

বেতনক্রম : ৫২০০–২০২০০ টাকা। গ্রেড পে ১৮০০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন এ–ফোর মাপের কাগজে নির্দিষ্ট বয়ান টাইপ করে। পূরণ করবেন নিজের হাতে লিখে।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন : Application for the post of Skilled Work Assistant in CWC.

ডাকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Executive Engineer, Upper Yamuna Division, Central Water Commission, B-5, Kalindi Bhawan, Tara Crescent Road, Qutub Institutional Area, New Delhi PIN 110 016.

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* একটি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফটো। দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় ফটোটি সেঁটে দেবেন।
* জন্মতারিখ ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
* তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
* দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে মেডিকেল সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
* নিজের নাম–ঠিকানা লেখা ৯×৪ ইঞ্চি মাপের একটি খাম।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** –ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

কুপ্রস্তাব ঘিরে উত্তপ্ত মুরারই কলেজ

অভীক মিত্র, মুরারই : কুপ্রস্তাব দেওয়াকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুরারই কবি নজরুল কলেজ। অফিসিয়াল ক্লার্ক পদের স্থায়ী নিয়োগ নেপথ্যের কারণ। ৭ এপ্রিল ২০০৭ স্বামীর মৃত্যুর পর সাধারণ কর্মী হিসাবে কাজে যোগ দেয় অভিযোগকারী মহিলা। বিজ্ঞপ্তি বেরনোর পর ২০১৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি লিখিত, মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করার পর ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত প্যানেলে এক নম্বরে নাম ছিল বলে দাবি করে অভিযোগকারী মহিলা। শিক্ষক কুপ্রস্তাব দিয়েছে সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করে অভিযোগকারী মহিলা। সুবিচার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী, রাজারহাট মহকুমা শাসক, ডিপিআই–কে ডাকযোগে চিঠি পাঠায়। অভিযুক্ত শিক্ষকের পাল্টা দাবি, ''রাত সাড়ে ১০টায় ফোন করে চাকরির ব্যাপারে গড়িমসি করায় আমাকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন।''

● মুখ্যমন্ত্রীর সফরের দিনেই মুরারই কবি নজরুল কলেজে আন্দোলন শুরু হয়। মুরারই কবি নজরুল কলেজের অধ্যক্ষ প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী সাইনা বেগমকে ২০০৮ সালে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করে। তারপর পরীক্ষার নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে মামলা হয়। উচ্চ আদালত সাইনার নিয়োগকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নানা অজুহাতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগপত্র দিতে অস্বীকার করে বলে সাইনার অভিযোগ। ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুরারই কবি নজরুল কলেজ।

● ৪ আগস্ট শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে বসে। তাদের একটাই দাবি, কলেজের সুনাম নষ্টকারী সাইনা বেগমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। সংবাদমাধ্যমের কাছে সাইনা বেগমকে বরখাস্তের দাবি জানিয়েছে কলেজ ইউনিট সভাপতি কাজী আশরাফুল ইসলাম।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাখরা হাটে অবস্থিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে গত ২২ আগস্ট কর্মীরা ব্যাঙ্কে ঢুকে দেখে সব কম্পিউটার ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। ব্যাঙ্কের ভিতরে একটা টাকা জমা দেওয়া মেশিন ছিল তাও ভাঙা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দিলে বিষ্ণুপুর থানার ওসি তদন্তে আসেন। তদন্তের পর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এবং ওসি প্রতিবেদককে জানায় যে কিছুই চুরি যায় নি। ব্যাঙ্কের পিছনে দত্ত বাড়ির বাগান। সেখান থেকে পিছনের জানালার গ্রিল কেটে চোর ব্যাঙ্কে ঢোকে। প্রশ্ন ব্যাঙ্কে তো আর ছিচকে চোর ঢোকে না। যারা ব্যাঙ্কে চুরি করতে ঢোকে তারা ভল্ট ভাঙার সব রকম যন্ত্রপাতি নিয়েই ঢোকে। ২০ ও ২১ তারিখ দিন বর্ষণ মুখর রাত। ব্যাঙ্কের সামনে এটিএম গার্ড দেওয়ার সিকিউরিটি কিছুই বুঝতে পারে নি। শনিবার কি রবিমার চোরেরা ব্যাঙ্কে ঢোকে। কোন বাধা পায়নি। তবুও ভল্ট না ভেঙে শুধু টাকা জমা দেওয়ার মেশিন ভেঙে এবং কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক নিয়ে চলে গেল! চোরের উদ্দেশ্য নিয়ে ধন্দে পড়তে হয়। তদন্তে কি পাওয়া গেল জানতে চাইলে ওসি বলেন যে ব্যাঙ্কে সিকিউরিটি অফিসার এবং এসপি সাহেব আসবেন আরও তদন্ত হবে। এখনও পর্যন্ত চোরের উদ্দেশ্য বোঝা যায় নি।

বন্দির মৃত্যু লকআপে

নিজস্ব প্রতিনিধি : লক আপে বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বোলপুর। বোলপুর থানায় চলে ইট বৃষ্টি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গুলি চালায় পুলিশ। গুলিতে জখম হয় কয়েকজন।

স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন অর্থাৎ ১৪ আগস্ট বীরভূম জেলার মহকুমা শহর বোলপুর থানার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, গত ১১ আগস্ট মোবাইল চুরির অভিযোগে বোলপুর ২ নম্বর ওয়ার্ডের দরজিপট্টির রাজু থান্ডারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ১৪ আগস্ট সে মারা যায়। পরিবারের দাবি, পুলিশের অত্যাচারে পিছমোড়া করে বাঁধায় মারা যায় রাজু। ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই দরজিপট্টির লোকজন বোলপুর থানায় ভাঙচুর, ইটবৃষ্টি শুরু করে। জখম হয় পুলিশকর্মীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ১৫টি রবার বুলেট চালায়। তাতে জখম হয় কয়েকজন। যদিও গুলি চালানোর কথা অস্বীকার করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।বোলপুর এসডিপিও অম্লানকুসুম ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ইলামবাজার, পাড়ুই, নানুর, শান্তিনিকেতন থানার ওসিদের সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। বহুবার ফোন করা হলেও সংবাদমাধ্যমের ফোন রিসিভ না করায় এই ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অম্লানকুসুম ঘোষ এবং এসপি সুধীরকুমার নীলকান্ত'র।

বন্দি কারাকর্মী সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জেল ভেঙে পালানোর চেষ্টা বন্দিদের, তাতে বাধা দিতে গিয়ে বন্দি ও কারাকর্মীদের সংঘর্ষে জখম ৭ জন। ১৭ আগস্ট ভোরে ৪৫ জন পুরুষ বন্দি হঠাৎ করে মহিলা সেলে ঢুকে মহিলা বন্দিদের সাথে কথা বলতে যায়। বাধা দিলে পালানোর চেষ্টা করে। আটকানোয় বন্দিদের মারে জখম সাতজন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর পাঁচজন কারাকর্মীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি জেলের ওয়েলফেয়ার অফিসার শুভজিৎ মুখোপাধ্যায় ও কনস্টেবল সুগ্রীব দে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দুইজন বন্দির নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

বাসস্ট্যান্ডহীন মোড়গুলিতে নাকাল যাত্রীরা

কল্যাণ রায়চৌধুরী ● বারাসত

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শহর বারাসত শুধুমাত্র প্রশাসনিক দফতর নয়। রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যোগাযোগের জন্যও একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই শহরের বারাসত জংশন রেল স্টেশনকে মাঝখানে রেখে তার দুই পাশ থেকে বয়ে গিয়েছে ৩৪ ও ৩৫ নম্বর দু'দুটি জাতীয় সড়ক। একটি কৃষ্ণনগর রোড ও অন্যটি যশোর রোড। এছাড়া টাকি রোড ও বারাকপুর রোড এই দুটি রাজ্য সড়কও রয়েছে শহরের পূর্ব প্রান্তে ও পশ্চিম প্রান্তে। একটির সংযোগস্থল চাঁপাডালি ও অন্যটির সংযোগস্থল হেলা বটতলা। জাতীয় সড়ক দুটির একটি যশোর রোড বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যের বনগাঁর পেট্রাপোল হয়ে চলে গিয়েছে কলকাতা পর্যন্ত। আর অন্যটি অর্থাৎ কৃষ্ণনগর রোড উত্তরবঙ্গ থেকে কৃষ্ণনগর হয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতের ডাকবাংলো মোড়ে যশোর রোডের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

যাত্রী আশ্রয়হীন বারাসতের ডাকবাংলো (বাঁ দিকে) ও চাঁপাডালি মোড়।

বারাসত পুরসভায় এলাকার প্রায় আট লক্ষাধিক মানুষের বসবাস। বিশিষ্ট এই শহরের তিনটি মোড় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মোড়গুলি হল, চাঁপাডালি মোড়, কলোনি মোড় ও ডাকবাংলো মোড়। বারাসত শহর উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা সদর হওয়ার কারণে এই শহরে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের যাতায়াত। এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বারাসতের তিনটি প্রধান মোড়ের একটিতেও নেই কোনও বাসস্ট্যান্ড। এর ফলে যাত্রীদের রীতিমত দৌড়োদৌড়ি, হুড়োহুড়ি করে বাস ধরার প্রতিযোগিতা চলে নিত্যদিন। ঝড়–জল, রোদ্দুরে ঠায় যাত্রীদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গাড়ির অপেক্ষায়। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ফলাও করে বলা হলেও এই শহরে আজও নির্মিত হয়নি কোনও বাসস্ট্যান্ড। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত সহ মধ্যমগ্রাম, নিউটাউন, নাগেরবাজার, নিমতা, বারাকপুর মহকুমার বিভিন্ন বাসস্টপে দেখা মিলবে ছাউনি দেওয়া সুদৃশ্য বাস স্ট্যান্ডের। এগুলির কোনও না কোনওটা স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক বা পুরপ্রশাসনের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে। অথচ জেলা সদর বারাসতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চাঁপাডালি, ডাকবাংলো ও কলোনি মোড়ে নেই কোনও বাসস্ট্যান্ড। এনিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের অন্ত নেই।

সল্টলেকের আইটি সেক্টরে কর্মরতা বারাসতের বাসিন্দা তরুণী সুনন্দা চৌধুরী বলেন, 'আমি প্রতিদিন কলোনি মোড় থেকে এসি বাসে যাতায়াত করি। ক'দিন আগে বাসে ওঠার সময়ে জোরে বৃষ্টি এলে ভিজে যাই। সেই অবস্থায় এসি বাসে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।' বড়বাজারের এক দোকানের কর্মচারি পল্টু সাহা বলেন, 'আমি ডাকবাংলো মোড় থেকে বাস ধরে কাজে যাই। কখনও কাঠফাটা রোদে দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘেমে যাই। আবার কখনও বৃষ্টিতে ভিজে যাই। এখানে দাঁড়ানোর জন্যে কোনও জায়গাই নেই। সাধারণ মানুষ সমস্যার কথা শোনালেও কলোনি মোড়ের পার্শ্বস্থ সুভাষ মাঠের পাঁচিলের গা ঘেঁষে জেলা পুলিশের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে একটি বাস স্ট্যান্ড। কিন্তু এখানে কোনও বাসও দাঁড়ায় না, যাত্রীরাও দাঁড়ায় না। ফলে এই বাসস্ট্যান্ডটি করা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।

বারাসতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের একটিতেও কোনও বাসস্ট্যান্ড না থাকার কারণ হিসেবে স্থানের অভাবকে দায়ী করেছেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বাসস্ট্যান্ড করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। আমাদের পরিকল্পনাও আছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় জায়গার অভাবে এটা করা যায়নি। রাস্তা চওড়া করার কাজ শেষ হলে এটা করার পরিকল্পনা আছে।'

বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী বলেন, 'বাসস্ট্যান্ড করাটা নিঃসন্দেহে জরুরি। এটা নিয়ে ভেবেও ছিলাম। কিন্তু জায়গা কম, গাড়ির চাপ বেশি। একারণে সম্ভব হয়নি। রাস্তা চওড়ার কাজ চলছে। এটা শেষ হলে বাস স্ট্যান্ড করার কথা ভাবব।' এ প্রসঙ্গে একটু আশার আলো দেখিয়ে পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে তিনটি বাসস্ট্যান্ড করার। আমি যাতায়াত করার সময় যাত্রীদের পরিস্থিতি দেখি। খুব খারাপ লাগে। সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। উনি দুটো বাসস্ট্যান্ড অনুমোদন করে টাকাও দিয়েছেন। রাস্তা চওড়ার কাজ শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গেই বাসস্ট্যান্ডের কাজ শুরু করব।' এই প্রতিশ্রুতি কবে কার্যকর হবে সেই দিকেই তাকিয়ে নিত্যযাত্রীরা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃষকমান্ডির স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে আমতলা–বারুইপুর রোডের ধারে গড়ে ওঠে বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের এই কৃষক বাজার। ঢাকঢোল পিটিয়ে উদ্বোধনের পরে কেটে যায় দীর্ঘ সময়। অবশেষে চালু হয় এই বাজার। কৃষকরা এসে প্রতিদিন সকালে এখানে হাজির হতেন নিজেদের ফসল বিক্রি করতে। কিন্তু পরিকল্পনার অভাবের ফলে সেই স্বপ্নে সম্প্রতি জল ঢেলে দিয়েছে বর্তমান বর্ষা। কৃষকরা এখন ঘর ছেড়ে রাস্তায়। তৈরি হচ্ছে ব্যাপক যানজট। জেলার কৃষি কর্মাধ্যক্ষ পরিকল্পনার অভাব স্বীকার করে জানালেন বর্ষার পর এই বাজারকে কিছুটা উঁচু করতে হবে। অর্থাৎ ফের জনগণের অর্থ খরচ হবে এই বাজারে। কিন্তু যাঁদের গাফিলতিতে এই অবস্থা তাদের কি কখনও শাস্তি হবে?

ছবি : স্মৃতিলতা বিশ্বাস

হাসপাতাল–স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রসবের হার বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–১ ও ২ বাসন্তী, গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ সহ বিভিন্ন ব্লকগুলিতে গর্ভবতী মায়েদের হাসপাতালে এবং ব্লক প্রাথমিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে প্রসবের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে জেলায় ৮০ শতাংশ গর্ভবতী মায়েদের প্রসব হয় হাসপাতালে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে। বাকি ২০ শতাংশ এখনও বাড়িতে হচ্ছে। তার প্রধান কারণ অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। বিশেষ করে জলপথের সমস্যা। এছাড়াও আছে সচেতনতার অভাব। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং অনুপ্রেরণায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় গতি এসেছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের যৌথ উদ্যোগে জননী সুরক্ষা যোজনায় উপকৃত হচ্ছেন গর্ভবতী মা ও সদ্যজাত সন্তান। গর্ভবতী মাকে প্রসবের জন্য যাতায়াতের টাকা দেওয়া হচ্ছে।

এমনকি একটি এবং পরে আর একটি সন্তান নিলে গর্ভবতী মা আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন। ক্যানিং ও কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটেছে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চালু হয়েছে আইসিসিইউ ইউনিট, ব্লাড ব্যাঙ্ক, নব মা ও শিশু ভবন, ডিজিট্যাল এক্স রে, সিটিস্ক্যান, ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান। এছাড়া স্বাস্থ্য দফতরের এএনএন দিদি, আশাকর্মী, ডাক্তার, নার্স সহ দফতরের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের যৌথ অভিযান এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন ক্যাম্প ও সচেতন শিবিরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অনেকটা সচেতন হয়ে উঠেছে স্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়ে। এমনকি স্বাস্থ্য দফতরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাসপাতালে প্রসব, শিশু জন্ম নেওয়ার সাথে মায়ের বুকের দুধ পান, টিকা, পোলিও, হেপাটাইটিস–বি, ভিটামিন–এ তেল, বিভিন্ন পরিষেবা বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে। ফলে হাসপাতালে ব্লক স্বাস্থ্য, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে প্রসবের হার বাড়ছে।

নমামী গঙ্গে সেমিনারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২০–২১ আগস্ট উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে চন্দ্রশেখর আজাদ পার্কে গঙ্গাতীরবর্তী ১৬৫১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের নিয়ে নমামী গঙ্গে প্রকল্প নিয়ে দুদিনের সেমিনারের আয়োজন করেছিল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। ওই সেমিনারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও দুটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৪৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বীকৃতি পেয়েছে। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকার পঞ্চায়েতগুলিকে নমামী গঙ্গে প্রকল্পে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পে গঙ্গা ঘাটগুলির সৌন্দর্য রক্ষা এবং এলাকায় শৌচাগার নির্মাণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দুদিনের ওই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী তোমর এবং জলসম্পদ মন্ত্রী উমা ভারতী।

বামেদের হাতছাড়া ডাঃ হাঃ ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : বামেদের হাত ছাড়া হল ডায়মন্ড হারবারের ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি। বৃহস্পতিবার দুপুরে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও তিন কর্মাধ্যক্ষ সহ ছয় সদস্য আনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূলে যোগ দেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাহেরা খাতুন, মৎস্যের কর্মাধ্যক্ষ আবুহুরাইয়া মন্ডল, শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ মারিয়া শেখ, খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ খোকন মন্ডল সহ সদস্য গীতা হালদার ও আরফৎ শেখদের হাতে তৃণমূল ভবনে দলীয় পতাকা তুলে দেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন মুকুল রায়, সুব্রত বক্সী, ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক দীপক হালদার ও দলের ২ নম্বর ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন সহ অন্যান্যরা। ডায়মন্ড হারবারের প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিএম নেতা ঋষি হালদার জানান, 'রাজ্য জুড়ে গা জোয়ারি দখলদারি চলছে। তবে তৃণমূল বিরোধী হিসেবে জেতা নির্বাচিত সদস্যরা লোভ ও বাহুবলীদের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিল।' পঞ্চায়েত সমিতির ২৪টি আসনের মধ্যে ১৪টি আসন পেয়েছিল বামেরা। ১০টি ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। এখন তৃণমূলের দখলে ১৬টা।

বজ্রাঘাতে গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়ির উঠোনে বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। পুলিশ জানিয়েছে। শ্রীমতি সামন্ত (৪৭)। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পাথরপ্রতিমা থানার ব্রজবল্লভপুরের গোবন্দপুর আবাদ গ্রামে। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয়রা শ্রীমতিকে উদ্ধার করে পাথরপ্রতিমা ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

ধর্ষণের অভিযোগে ১০ বছরের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : রাতের অন্ধকারে বাড়ির পাশ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফাঁকা মাঠে এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগে গত সোমবার দুই যুবককে দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দিল কাকদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালত।

সাজাপ্রাপ্ত বাপি গায়েন ও পরিমল খাঁ ঢোলাহাট থানার শিমূল বেরিয়ার বাসিন্দা। এই রায়ে খুশি নির্যাতিতা ও তাঁর অভাবী পরিবারের সদস্যরা। আদালত সূত্রের খবর, ২০১২ সালের ১৭ মে রাত ৮টা নাগাদ বছর উনিশের ওই তরুণী পাশের বাড়িতে টিভি দেখতে যাচ্ছিল। অন্ধকারের মধ্যে বাপি ও পরিমল চড়াও হয় তরুণীর উপর। কাপড় দিয়ে তরুণীর মুখ বেঁধে গণধর্ষণ করে অভিযুক্তরা। অচৈতন্য অবস্থায় তরুণীকে ফেলে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা। এরপর বাপি ও পরিমলের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা তরুণীর মা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের মামলা রুজু করে। এই মামলায় মোট ৯ জন সাক্ষীর বয়ান নেওয়া হয়। সরকারি আইনজীবী গুরুপদ দাস জানান, ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের পাশাপাশি দশ টাকা করে আর্থিক জরিমানা হয়েছে। অন্যদিকে সাজাপ্রাপ্তদের পরিবারের লোকজনেরা এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাবেন বলে জানান।

মহানগরে

বর্ণপরিচয়ের 'সি' ব্লক সেপ্টেম্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গাপুজোর আগেই সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ বর্ণপরিচয়ের তৃতীয় ব্লকের দ্বারোদ্ঘাটন ঘটছে। নবরূপে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যবাহী কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের 'এ', 'বি', 'সি' ও 'ডি' এই চারটি ব্লকের মধ্যে দু'টি ব্লক আগেই ক্রেতা–বিক্রেতাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে 'সি' ব্লকটি খুলে দেওয়া হবে। পুরো বাজার দফতরের মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন ববি এই খবরটি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, পুর তথ্যানুযায়ী, 'এ' ব্লকে আছে ৩০০টি স্টল। এটি খুলে দেওয়া হয় ২০১২ সালে। 'বি' ব্লকে আছে ৬০০টি স্টল। এটি গত ২০১৫–র ডিসেম্বরে খুলে দেওয়া হয়। এবার 'সি' ব্লক খুলে দেওয়া হবে। স্টল আছে ১২০টি।

অনলাইনে পদ্ম মনোনয়ন

বিশেষ প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি : চলতি বছর থেকে পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনয়নপত্র বা সুপারিশ অনলাইনে জমা করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রসঙ্গত ২০১৭–র পদ্ম পুরস্কারের জন্য এখন মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ১৫ সেপ্টেম্বর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। এদিকে অনলাইন মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি সুবিধা www.padmaaward.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। অন্য কোনও উপায় ও পদ্ধতি মারফৎ মনোনয়ন জমা করা যাবে না। এমন কি, ১৫ সেপ্টেম্বরের পর কোনও মনোনয়ন জমা নেওয়া যাবে না। পদ্ম পুরস্কার ও পদক এবং নিয়মাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওয়েবসাইট www.mha.nic.in এ দেখা যেতে পারে।

মশা নিধনের কীটনাশক ক্ষতি করছে ভারসাম্যের

বরুণ মন্ডল

প্রাণী বিজ্ঞানীরা আগেই চিন্তায় ছিলেন, কিন্তু দিনে দিনে মশাবাহিত নানা রোগের দাপট যেভাবে বাড়ছে, তাতে কীটনাশকের ব্যবহারও বাড়ছে। আর সেটাই প্রাণী বিজ্ঞানীদের ভয়ঙ্কর রকম চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ মাত্রাছাড়া কীটনাশকের ব্যবহারে বড়ো ক্ষতি হচ্ছে আমাদের পরিবেশের। পরিবেশে বিপদ ডেকে আনা হচ্ছে।

কারণ কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের কর্তৃপক্ষ বুঝেই গিয়েছেন মশাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা নিত্য পরিবর্তনশীল। যার ফলে আগামী দিনে মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হাতের বাইরে চলে যাবে। তাই প্রাণী বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, কীটনাশকের ব্যবহারের দিকে জোর না দিয়ে পরিবেশ রক্ষার্থে যদি মশার লার্ভা পিউপা খায় এমন প্রাণী যেমন – গাপ্পি মাছ, কই মাছ, মাগুর মাছ, সিঙ্গি মাছ, কুনো ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, গঙ্গাফড়িং এমন প্রাণীর চাষ যথেষ্টরকম বাড়ানো যায় তাতে পরিবেশ বাঁচবে আবার মশার লার্ভা ধ্বংস হবে। প্রকৃতি প্রেমীদের অনেকেই বা কলকাতার

উপায় বদলের চিন্তা

যাদবপুর, বেহালা বা গার্ডেনরিচ এলাকাবাসীরা আজ থেকে বছর কুড়ি আগে যতো সংখ্যক ফড়িং লক্ষ্য করেছেন এখন তা আর চোখে পড়ছে না। ফলে ফসল উৎপাদনের কাজে দেদার কীটনাশকের ব্যবহার বা অন্যান্য কারণে যেভাবে কীটনাশক প্রয়োগ করা হচ্ছে সে কারণেই এই প্রাণীগুলির সংখ্যা কমছে কী না তা পরীক্ষার বিষয়।

এদিকে কিছু বিশেষজ্ঞের বক্তব্য, এই প্রাণীগুলির সংখ্যা কমার কারণ কীটনাশকের দেদার ব্যবহার। তাদের বক্তব্য, যেভাবে কীটনাশকের ব্যবহার বাড়ছে তাতে আগামী দিনে মশা নিয়ন্ত্রণ হাতের বাইরে যেতে বাধ্য। তাই কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়া আরও যেভাবে মশা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেগুলির পরিপূর্ণ ও উপযুক্ত ব্যবহার প্রয়োজন। যেমন– সারা বছরব্যাপী জঞ্জাল সাফাই, নর্দমার সংস্কার ইত্যাদি। এরই সঙ্গে দেদার প্লাস্টিকের চায়ের কাপ ও পলিথিনের ব্যবহার শহর থেকে নিষিদ্ধ করতে হবে। এরই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে, এনোফিসিস স্টিফেনসাই, এডিস ইজিপ্টটাই ও কিউলেক্স বিশনোই প্রজাতির মশার প্রতিটির সহনশীলতা ভিন্ন। সেজন্য একই ডোজের ওষুধ ব্যবহারে ঠিকঠাক কাজ হয় না। তা নির্দিষ্ট করা দরকার মশার প্রজাতির চরিত্র অনুযায়ী।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ২৭ আগস্ট – ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

ফরাক্কা ভাঙার চক্রান্ত

খুব ছোটবেলার স্মৃতি জড়িয়ে আছে ফরাক্কা বাঁধের সঙ্গে। পুরনো লজঝর মার্কা জনতা এক্সপ্রেসে চেপে কিংবা কামরুপে সওয়ার হয়ে বাড়ির লোকের সঙ্গে পাড়ি জমাতাম উত্তরবঙ্গের দিকে। বেশ মনে পড়ে ঠিক মধ্যরাত নাগাদ ঘুম ভেঙে যেত যখন ফরাক্কা ব্যারেজের ওপর দিয়ে ট্রেন অগ্রসর হত। একটা ঘটঘট ঘটাং আওয়াজে ঘুমের দফারফা হলেও মনের মধ্যে ওই সময়ে থেকেই ফরাক্কার প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। ছেলেমানুষী অ্যাডভেঞ্চারও বলা চলে এই অভিজ্ঞতার কথা। আজ এই মধ্যবয়সে হঠাৎ করে শুনতে হচ্ছে ফরাক্কা বাঁধটাই নাকি ভেঙে ফেলার চক্রান্ত চলছে। এই ব্যাপারে আবার যিনি বেশি তৎপরতা দেখাচ্ছেন সেই নীতিশ কুমারকেই কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়বারের শপথে হাসি হাসি মুখে দেখা যাচ্ছিল।

এমনকী বিজেপি এবং কংগ্রেস বিরোধী ফেডারেল ফ্রন্টের গড়ার ক্ষেত্রেও নীতিশ–মমতা সম্প্রতি বেশ কাছাকাছি এসেছেন। অথচ বিহারে বন্যার দোহাই দিয়ে সেই ভাই নীতিশই এখন দিদির সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। এমনিতেই ডিভিসির জলছাড়া নিয়ে আমাদের রাজ্য ভুক্তভোগী। হাওড়া এবং হুগলির বেশ কয়েকটি এলাকা প্লাবিতও হয়েছে অতি সম্প্রতি। যাকে মুখ্যমন্ত্রী ম্যানমেড বন্যা বলে অভিহিত করেছেন। ডিভিসির সঙ্গে জলছাড়া নিয়ে রাজ্যের এই কাজিয়া অবশ্য নতুন নয়। বিগত বাম সরকারকেও এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমনকী এই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন তৈরির সময় তার উপদেষ্টার দায়িত্ব থেকে সরে গিয়েছিলেন বিজ্ঞানী প্রবর মেঘনাদ সাহা। এর অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তিনি মেনে নিতে পারেন নি। এর মধ্যে আবার ফরাক্কা বাঁধ ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব করছেন পড়শি রাজ্যের কর্ণধার। বাংলার প্রতি বঞ্চনার ইতিহাস তাই কি নবরূপে ফিরে আসছে। মেঘনাদ সাহা যে বঞ্চনার চিত্র ধরতে পেরেছিলেন তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মমতা। এমনিতেই 'ম্যানমেড' বন্যায় জর্জরিত রাজ্য। তারপর আবার ফরাক্কা ভাঙাভাঙির গল্প। ভাবুন তো ফরাক্কা বাঁধ না থাকলে কি অবস্থা হবে রাজ্যের একাধিক জেলার? যখন তখন প্লাবিত হবে সেইসব স্থান। এগুলো কি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ভেবে দেখেছেন? নাকি সেই বঙ্গ বিদ্বেষী মনোভাব সঞ্চারিত হচ্ছে পড়শি রাজ্যেও। মদ বন্ধ করে নিজের রাজ্যে নিশ্চিতভাবে একটা বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন নীতিশবাবু। কিন্তু প্রতিবেশির প্রতি ন্যুনতম সৌজন্য কি তিনি হারিয়ে বসছেন। কেন্দ্র বা জল দফতরের বড় আধিকারিকরাও কেমন যেন নিশ্চুপ এই ইস্যুতে।

অমৃত কথা

গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে, তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারে না, আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম। সে কি আঁকা বাঁকা ডামাডোল–ছত্রিশ নাড়ির টান তায় রে বাপ। তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব।

এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন, সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজে নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সংগীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনাপরা মেয়ে মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ি ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।

বর্তমান সমস্যা : ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত–এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্বাপেক্ষা অতি গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস বলিলে সচরাচর রাজা–রাজড়ার কথা ও তাঁহাদের কাম–ক্রোধ–বাসনাদির দ্বারা কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাঁহাদের সুচেষ্টা কুচেষ্টায় সাময়িক বিচলিত সামাজিক চিত্রকে বুঝায়, তাহা হয়তো প্রাচীন ভারতের একেবারেই নাই।

কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা–কাম–ক্রোধাদি বিতাড়িত সৌন্দর্যতৃষ্ণাকৃষ্ট ও মহান অপ্রতিহতবুদ্ধি নানাভাব পরিচালিত একটি অতি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতে নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী প্রতি ছত্রে তাহার প্রতি পদবিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষবিশেষবর্ণনাকারী পুস্তক নিচয়াপেক্ষা, লক্ষগুণ স্ফুটিকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তর–ব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।

এই জাতি মধ্য–এশিয়া, উত্তর ইউরোপ বা সুমেরুসন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে শনৈঃপদসঞ্চারে পবিত্র ভারতভূমিকে তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থভূমিই তাঁহাদের আদিম নিবাস–এখনও জানিবার উপায় নাই।

ফেসবুক বার্তা

প্রাচুর্যের জীবন আর বৈভব ছেড়ে আর্তের সাহায্যার্থে নিজেকে উৎসর্গীত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্যা শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা।

সম্পর্কের অবক্ষয় ও মূল্যবোধহীন রাজনীতির আবর্তে বিপন্ন মানবিকতা

নির্মল গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক কালে অতিদ্রুত মানবিক অবনমন ঘটে চলেছে। হয়তো বা আমার এলাকায় নয় কিন্তু বর্তমানে যোগাযোগ ও প্রচার মাধ্যমের দৌলতে আমাদের ঘরের ভিতর ঢুকে আমাদের চিন্তা জগতকে আচ্ছন্ন করছে। শুধু আমাদের নয় সমাজের উঁচু তলার মানুষ যারা সমাজ বিজ্ঞানী, মন বিজ্ঞানী, লেখক–বুদ্ধিজীবী সকলকেই আলোড়িত করছে। আমরা বিস্মিত হচ্ছি, অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে আগামী দিনে আমাদের সমাজটা কোথায় যাবে? আমরা যারা উত্তরপুরুষ তৈরি করার দায় কাঁধে নিয়ে পথ চলছি তাদের কি ভুলে সমাজে এ জিনিস ঘটছে। প্রত্যেকেই আয়নায় নিজের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখে স্বস্তি পেতে চাইছি যে এক্ষেত্রে আমার পরিবারে বা সমাজে আমার ভূমিকা ঠিক আছে কি না?

গত কয়েকদিন খবরের কাগজের খবর হল বাবা সুপারি কিলার দিয়ে নিজের আত্মজকে খুন করেছেন। সব থেকে বড় কথা হল ধরা পড়ার পর কোনও অনুশোচনা নেই। আবার খবর হল নব্বুই বছরের মাকে ছেলেরা ভাড়া করা লোক লাগিয়ে অচেনা স্থানে ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছে। কারণ বৃদ্ধা মায়ের সেবার দায় থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছে। পুলিশ অবশ্য নাম ঠিকানা জোগাড় করে ছেলেদের বিরুদ্ধে কেস শুরু করেছে। কয়েকদিন আগে খবরে প্রকাশ যে ছেলেরা বাবাকে খুন করিয়েছে। কিছুদিন আগে সিউড়িতে নিজের বাড়িতে গলা কাটা অবস্থায় মৃত্যু হল দুই কিশোরীর। সন্দেহ মা, আর মামা'র প্রতি। খোদ কলকাতার বুকে এক বৃদ্ধাকে জায়গার লোভে তার নিজের বৌমা আর নাতি খুন করল। বৃদ্ধার ছেলে অবশ্য বাঁচাতে চেয়ে ছিল কিন্তু তিনি পারেন নি।

উক্ত ঘটনাগুলোর কুশীলব সব সাধারণ মানুষ। একাকারে আম জনতা। আর তাই সমাজের এতো মাথা ব্যথা। কারণ নীতি, নৈতিকতা, স্নেহ, প্রেম, মানবিকতা, সততা, ধর্মবোধ, ঈশ্বর প্রীতি এই সব মানবিক গুণের ধারক ও বাহক হল সাধারণ মানুষ। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে রাজ সিংহাসনের জন্য ছেলে বাবাকে, ভাই ভাইকে বা অন্য আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হত্যা সবই ঘটে। কিন্তু তা রাজ রাজাদের ব্যাপার বলে আম জনতা মাথা ঘামাত না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহেও সাধারণের কৌতূহল খুব একটা ছিল না। শাসক যেই হোক কর দিয়েই তাকে বসবাস করতে হত। কারও খাজনা বেশি কারও

কম। কিন্তু এত কিছুর মাঝে মানুষের জীবন চলত ধর্মের শাসনে মানবিক পথে। সেই ধর্মের শাসন যখন সমাজ পরিবর্তনের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যর্থ হয়েছে তখনই দেখা দিয়েছে সংঘাত। এসেছেন নতুন মানুষ, নতুন ধর্মের বার্তা বহে বা ধর্মের নবতম ব্যাখ্যার ডালি নিয়ে। ধর্মীয় বিধি নিয়মের সঙ্গে মানবিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে সমাজ চলে এসেছে।

আবার মানবিকতার ভিত রচিত হয়েছে মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিত্তিতে। পরিবারের মধ্যে করে সম্পর্ক এবং পরিবারের বাইরে ও বৃহত্তর সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সবই মানবিক রজ্জুতে বাঁধা। মানবিকতা মেলবন্ধন ঘটিয়ে সমাজ চলে এসেছে।

মানবিকতা হল অদৃশ্য এক শৃঙ্খল যা মানুষকে মানুষের সঙ্গে বেঁধে রাখে। এই বন্ধনে যখনই ছেদ পড়ে তখনই মন রক্তাক্ত হয়।

মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজন নিয়ে এই যে আমাদের পারিবারিক বন্ধন— গভীর ভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় যে এগুলো আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার আবশ্যিক শর্ত।

একটা সময় পর্যন্ত মানুষ নিজের জন্য বাঁচে। যৌবন অস্তমিত হলেই সে এক হয়ে যায়। তখন তার সৃষ্টিকে লালন পালন করাটাই তার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই যে সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ক যেমন অমোঘ তেমনি জনক জননীর সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কও অমোঘ, নাড়ির বন্ধন, বংশগতির ধারা— বাইরের কোন কিছুই এই সম্পর্ককে প্রভাবিত করার কথা নয়। পরিবার সকলকে নিয়েই। একজন পিতার কামনায় যেমন তার সন্তানের অগ্রাধিকার থাকে তেমনি একজন সন্তানের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে পিতা মাতা এসে যায় অবধারিত ভাবে।

এইভাবে পারিবারিক বন্ধনের আবেগ থেকেই প্রথম মানবিকতার অঙ্কুর উদগম হয়েছিল। পরে সেই আবেগের আবেশে সমাজ দেশ যুক্ত হয়ে অখন্ড মানবিকতার জন্ম হয়েছে দেশে। আবার আমরা জানি যে অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই জমি ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই জমি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় আমরা বিশাল যৌথ পরিবারের দেখা পেয়েছিলাম। আবার অর্থনীতির প্রাবল্যে যখন ব্যক্তিগত রোজগার বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম হল একই পরিবারের মধ্যে, তখন বিশাল যৌথ পরিবার ভাঙতে শুরু করল। যার যেমন ইনকাম সে তেমন থাকবে। এই মনোভাবেই জন্ম হল ছোট সুখী পরিবার। তার স্বপক্ষে এলো নতুন আদর্শ। আবার সেই আদর্শের প্রচারের জন্য এলো সংস্কৃতি। গান রচিত হল ''তুমি আর আমি আর আমাদের সন্তান এই আমাদের পৃথিবী' এর বাইরে আর কেউ নেই। নাই থাক তাতে অসুবিধা নেই। কাকা, জেঠা, পিসিমা, মাসিমা, খুড়িদের নাই বা দেখল। তাদের দেখবে তাদের সন্তানরা। তারাও ওই গানে জোরে জোরে গাইতে থাকলে ল্যাঠা চুকে গেল। বৃদ্ধ বাবা মাকে দেখভাল করার কথা। আমি দেখি না তো কি হয়েছে, প্রতিষ্ঠান দেখছে তো। ভালো থাকাটাই বড় কথা তো। সেটা যে পরিবারে সঙ্গে ভালো থাকবে তার গ্যারান্টি কোথায়? বরং শাশুড়ি বউয়ে দুবেলা ঝগড়া হবে। অশান্তি হবে। তার চেয়ে এই ভাল।

কিন্তু আমরা ভুলে গেলাম যে স্নেহ প্রেম ভালোবাসা এমন এক মানবিক গুণ যা যত বিতরণ করবে ততই বৃদ্ধি পায়। আর তাকে যতই সংকুচিত করে রাখবে সে ততই আপনা আপনি সংকুচিত হতে থাকবে। যৌথ পরিবারে বড়দার ছেলে, মেজদার ছেলে, ফুলদার ছেলে, রাঙা কাকার ছেলে সকলের সঙ্গে আমার সন্তানের প্রেমটা বিতড়িত হত। সেই প্রেম বাড়ির ছেলেদের ছাড়িয়ে গ্রামের ছেলেদের উপরও বর্ষিত হত। আর মাইক্রো পরিবারে আমার পাশের ফ্ল্যাটের বাবলু আমার টুপাইয়ের থেকে ভালো রেজাল্ট কেন করবে? এই ঈর্ষাতেই জ্বলে পুড়ে মরছি। সংকুচিত হতে হতে মানবিকতা আজ শুধুমাত্র আমি কেন্দ্রিক। তুমি আর আমি আর আমাদের সন্তান। এখন আমার বৃত্তে আর সন্তানেরও স্থানে নেই। শুধু আমি। আর আমার আনন্দ বর্ধক আমার সেক্স পার্টনার কেউ। তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে বের হচ্ছে সংবাদের শিরোনামে। এবং সাধারণ জনগণ যারা সভ্যতাকে বয়ে নিয়ে যায় তাদের মধ্যে এই মানবিক অবনমন ঘটার পিছনে কিন্তু আজ রাষ্ট্রের ভূমিকাই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। কারণ আজ আর রাজা নেই। দেশের জনসাধারণ নেতা নির্বাচন করে। একেবারে গ্রাম স্তর থেকে তারা শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করে। অর্থনীতি থেকে উৎসব, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সবকিছুই পরিচালিত রাজনীতির নির্দেশে। ফলে তার উপর ভিত্তি করেই মানুষের মূল্যবোধের ধ্যান ধারণার পরিবর্তন হয়। সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা, আইনের শাসন সবই নির্ভর করে মূল্যবোধের ধারণার উপর। রাজনীতিকে সম্ভাবনার শিল্প আখ্যা দিয়ে রাজনীতি থেকে ন্যায়, নীতি, সততা, মূল্যবোধ সব বাদ দিয়ে শুধু রাজনীতির শব নিয়ে আমরা নাচানাচি করছি। সেই শবের দুর্গন্ধ বাতাসে মিশছে। সেই বাতাসে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি। ভাইরাস আমাদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করছে। আর অনেক আগে থেকেই আমরা সংকীর্ণ মানসিকতার চর্চা শুরু করেছি বলে মনের সুস্থতা নেই। সেই দুর্বল মনে রাজনীতির ভাইরাস সহজেই বাসা বাঁধছে। আমরা অনেক কিছু ভুলে আপাত সুখের নেশায় মাতাল হয়ে মান ও হুঁশ দুটোই হারাচ্ছি আদিম বর্বরতার দিক পা বাড়িয়ে বসে আছি।

কেন্দ্রীয় সরকার সকলের নজরদারী করলে ক্ষতি কি?

সব্যসাচী সান্যাল

স্বাধীনোত্তর অনেকটা সময় কংগ্রেস দল দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। কয়লার জোগান অঢেল থাকায় এবং বিদুৎ, যোগাযোগ ও শিল্পের পরিকাঠামো অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক উন্নত হওয়ার সুবাদে এই রাজ্যে বেশ কয়েকটি ইস্পাত ও ভারী শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের শিল্প স্থাপনের নিরিখে এই

রাজ্য একসময় অগ্রণী ভূমিকায় ছিল। দুর্গাপুর, আসানসোল প্রভৃতি অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে শিল্পনগরী গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তখনকার কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, লাইসেন্স প্রথা, মাসুলসমীকরণ নীতি রাজ্যের শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। এর সাথে পুরোনো ধাঁচের শিল্পের কোনও আধুনিকীকরণ না হওয়া, কারখানাগুলিতে শ্রমিক ছাঁটাই, লকআউট, শ্রমিক অসন্তোষ, ঘেরাও প্রভৃতি নানা বিষয় এসে পড়ায় ধীরে ধীরে এই রাজ্য শিল্পে অন্য রাজ্যের থেকে পিছিয়ে পড়ে এবং শিল্পে এক বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়। বিগত ৩৪ বৎসরের বাম সরকারের ধংসাত্মক নীতি শিল্পে শ্রমিক আন্দোলন, নীতিপঙ্গুতা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে খরা নিয়ে এসেছে। আশির দশকে রাজ্যে কম্পিউটর চালু করতে না দেওয়ার জন্য অফিস পাড়া থেকে শুরু হওয়া সরকারি মদতপুষ্ট বামপন্থী দলগুলির জঙ্গি আন্দোলনের খেসারত আজও রাজ্যের নবীন প্রজন্মকে দিতে যেতে হচ্ছে। কম্পিউটর নিয়ে হঠকারী আন্দোলন সেদিন যদি সংগঠিত না হত তা হলে আজ এ রাজ্যের অনেক কর্মহীন যুবক যুবতীদের চাকরির যেমন অভাব ঘটত না পাশাপাশি দেশের ও বিদেশের তথ্যপ্রযুক্তির মানচিত্রে এই রাজ্যকে অগ্রণী ভূমিকায় দেখা যেত। দীর্ঘদিন রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার ফলে বামপন্থী দলগুলির আঞ্চলিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা শুনতে শুনতে রাজ্যের বাম সরকারের ৩৪ বৎসরকাল কেটে গেছে। বিগত দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতি নিয়ে লড়াই আন্দোলন ভোটের ময়দানে ভালই কাজে দিয়েছে, কিন্তু আখেরে রাজ্যবাসীর কোন লাভ হয়নি। ভাগ্যের কি পরিহাস! যে দলের বিরুদ্ধে এক সময় লড়াই সংগ্রাম ছিল সেই কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে বামপন্থী দলগুলিকে আজ রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করতে হচ্ছে। আঞ্চলিক দলগুলির এই রাজনৈতিক কৌশল ও জনসমর্থন আদায়ের রাস্তা বর্তমান শাসক দল ভালই রপ্ত করেছে। বামপন্থী দলগুলির থেকে আর একধাপ এগিয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ওপর চোখা চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগ করে সাংবাদিক সম্মেলনে বিষোদগার করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক ফায়দার জন্য প্রয়োজনে (যদিও কতটা কার্যকারী হবে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়) রাজ্যের জনগণকে নিয়ে আন্দোলন গড়ার হুমকি পর্যন্ত দিয়ে রেখেছেন তিনি। আসলে এই দেশে যখন থেকে আঞ্চলিক দলগুলি ক্ষমতার আস্বাদন পেতে শুরু করেছে তখন থেকেই তারা জনমানসে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা তুলে ধরে সযত্নে নিজেদের দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করেছে। দেশের প্রায় বেশিরভাগ রাজ্যেই বহু দলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু আছে। এই রাজ্যে কথায় কথায় মোদি সরকারের প্রতি তোপ দাগা তৃণমূল দল এক সংস্কৃতিতে পরিণত করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সদ্ভাব রেখে এবং অকারণ সংঘাতে না গিয়ে অন্য রাজ্যগুলি তাদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে। রাজ্যবাসীর নানা নামের সামাজিক প্রকল্পগুলি থেকে সত্যিকারের কতটা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হচ্ছে সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা যেমন মেনে নেওয়া যায় না তেমনি খেলা, মেলা, অপ্রয়োজনীয় ক্লাব অনুদান নানা রকম আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনগণের ট্যাক্স দেওয়া অর্থের অপ্রয়োজনীয় অপচয় করার বিষয়ে প্রশ্ন করাই যেতেই পারে। রাজ্যে দীর্ঘদিন কর্মহীন যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য কোনও নতুন শিল্প বা কোনও রকম কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলার কোন প্রচেষ্টা সেভাবে হচ্ছে না। চলছে শুধু ভাষণ, প্রতিশ্রুতি আর উন্নয়নের খতিয়ান।

সংবিধানের এমন কিছু ধারা আছে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক কাজের খতিয়ান চাইতে পারে। যাতে জনগণের করের টাকা রাজনৈতিক দলের স্বার্থে ব্যবহার না হয় এবং দেশের নিরাপত্তার স্বার্থ যেন লঙ্ঘিত না হয়। এটাকে কেন্দ্রের রাজ্যের ওপর স্বাধিকার লঙ্ঘন বলা চলে না। রাজনৈতিক দলগুলি কেন্দ্র ও রাজ্যের আর্থিক বিন্যাস ভাল করে সাধারণ মানুষের কাছে পরিবেশন করছে না। এই অভিযোগে কেন্দ্রীয় অনুদান যদি টাকার অঙ্কে বিগত বছরগুলির অনুপাতে একলাফে অনেকখানি বেড়ে যায় তাহলে বর্তমানে রাজ্যে চালু প্রকল্পগুলি কেন্দ্রের ও রাজ্যের আর্থিক দায়ভার স্বাভাবিক নিয়মে কিছুটা পরিবর্তিত হতে বাধ্য। কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত একটি সর্বভারতীয় দল যাদের সবসময় সমস্ত দেশের স্বার্থ নিয়ে চলতে হয় তাদের আঞ্চলিক দলগুলির মত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে থাকলে চলে না।

তবে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে একটা জিনিস পরিস্কার করে দিয়েছেন যে, এ রাজ্যে যেসব প্রকল্প নিয়ে মা–মাটি–মানুষের সরকার ফলাও করে এতদিন প্রচার করেছে তার সবটাই কেন্দ্রীয় সরকারের টাকাতেই চলছে। এছাড়াও আরও একটা জিনিস জলের মতো পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাইরে গিয়ে রাজ্য সরকারের নিজস্ব কোনও প্রকল্প সেইভাবে এ রাজ্যে চালু হয়নি। শুধু কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির নাম নিজের মতো করে চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। মোদ্দা কথা, কেন্দ্রের অনুদানের ওপর নির্ভর করে একটা রাজ্য চিরকাল চলতে পারে না। রাজ্যের নিজস্ব আয় যদি না বাড়ে তাহলে বামফ্রন্ট সরকারের মতোই ঋণের বোঝা ক্রমশই বাড়তে থাকবে। এর সঙ্গে চাই আর্থিক শৃঙ্খলা। সেই শৃঙ্খলা যদি বজায় থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের নজরদারীতে আপত্তি থাকার কথা নয়। বরং কেন্দ্র খরচের ওপর নজরদারী করলে বুঝতে পারবে এ রাজ্যের জনগণ আসলে কি পাচ্ছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার যেমন জনগণের তেমনই রাজ্য সরকারেরও।

ক্ষুদ্র শিল্প হোক ডেকরেটর্স শিল্প

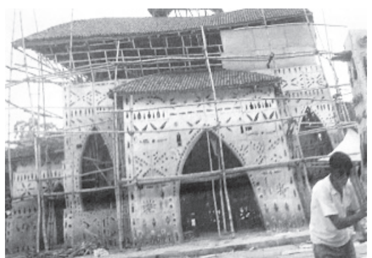

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেকরেটর্স শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্পের মর্যাদা আদায়ের পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডেকরেটর্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক চন্দ্রশেখর সামন্ত। গত ২১ আগস্ট ডায়মন্ড হারবার রবীন্দ্রভবনের সুসজ্জিত মঞ্চে ত্রয়োদশ জেলা সম্মলনে আগত সদস্য ও অতিথি বৃন্দের উপস্থিতিতে তিনি যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যনিষ্ঠ সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন যে সংগঠন ধরে রাখার শর্ত হল ব্যক্তি স্বার্থে নয় সমষ্টির স্বার্থে কাজ করা। পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে ৪৫ হাজার ও পরোক্ষে সাড়ে চার লাখ মানুষ জড়িত। এই শিল্পকে বাঁচাবার স্বার্থে একে ক্ষুদ্র শিল্পের মর্যাদা দিতে হবে। ডেকরেটর্স মালিকরা সংগঠিত হওয়ার পর বঞ্চনা কিছুটা লাঘব হলেও পুরোপুরি শেষ হয়নি। আজও পূজা উদ্যোক্তারা টাকা দেয় না অনেক সময়। তাঁর দাবি যে সব সংস্থা শারদ সম্মান পুরস্কার দেয় তারা কোনও পুজাকমিটিকে সম্মানে ভূষিত করার পূর্বে যেন ডেকরেটার্স–এর পেমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দেখে নেন। হল ভর্তি ডেলিগেটসরা করতালি দিয়ে সম্পাদকের বক্তব্যকে সমর্থন জানায়। মঞ্চে প্রধান অতিথি ছিলেন বিধায়ক দীপক হালদার মহাশয়। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন রাজ্য কমিটির লোকজনকে নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। আর এক অতিথি ডায়মন্ড হারবার পুর সভার চেয়ারম্যান মীরা হালদার সম্মেলনের সাফল্য কামনায় বলেন যে মা–মাটি–মানুষের সরকার আপনাদের দাবির প্রতি নিশ্চয়ই সম্মান জানাবে। এছাড়া হাওড়া, হুগলি, দুই মেদিনীপুর, নদিয়া, বাঁকুড়া, উত্তর–দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার ডেকরেটর্স সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিতি ছিলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ ডেকরেটর্স সমন্বয় সমিতির সম্পাদক অরুণ সেনগুপ্ত বলেন যে বিশ্বের দরবারে এই শিল্প স্বীকৃত। তাই আমরা গর্বিত। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সভাপতি অসিত সাহা মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

গত ২০ আগস্ট রক্তদান শিবিরে ৮০ জন রক্তদান করে সামাজিক কর্তব্যের ডাকে। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও বকখালি, সাগর, পাথরপ্রতিমা, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিনিধিরাও সম্মেলনে যোগ দেয়। প্রায় ৫৫০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিই সম্মেলনের সাফল্য সূচিত করে।

পাঠকের কলমে

আমি বলিনি : পবন

আমি রাজ্য সরকারের দ্বারা শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত একজন শিক্ষক এবং চুনাখালি আদিবাসী ল্যাম্পস লিমিটেডের সম্পাদক সহ আদিবাসী সাদরী সুসার কমিটির সহিত যুক্ত। কিন্তু গত ইংরাজি ৫ আগস্ট ২০১৬ আলিপুর বার্তায় আমার নামে যে খবর বেরিয়েছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা। ওই বক্তব্য আমার নয়।

পবন সরদার

বীরভূমের টুকিটাকি

১) ২ আগস্ট তাঁতিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হলেন দেবী দাস। সিউড়ি পুরসভার নতুন ভাইস চেয়ারম্যান হলেন বিদ্যাসাগর সাউ।

২) রাজ্যে প্রথম প্লাস্টিকমুক্ত গ্রাম কদমডাঙা-কে নিয়ে তথ্যচিত্র বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী। বীরভূম জেলায় বাজ পড়ে মৃত চার জখম এক।

৩) চিনপাই গ্রামে শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা এবং রাতে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো।

৪) গোপালপুর পাথরখাদানের মালগাড়ির ওয়াগন থেকে পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার। ময়ূরেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামীসহ দেড়শো জন বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যোগ দিল।

৫) নানুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গদাধর ঘনিষ্ঠ বাণী সাহা।

৬) শিশু মৃত্যুতে উত্তপ্ত রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতাল।

৭) মউ খেয়ে নগ্নাবস্থায় উন্মুক্ত নাচ। শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের ভাঙচুর।

৮) হাতের নাগালে বৈদ্যুতিক তার চিনপাই বাইপাসে।

৯) প্রয়াত দুবরাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহারাজ আত্মানন্দ।

১০) মহম্মদবাজার, খয়রাশো, নানুর ব্লকে বৃষ্টিপাত কম।

১১) ৫০ জন গ্রাহকের জিরো ব্যালান্সে অ্যাকাউন্ট খোলে মুরারই এসবিআই।

১২) তীব্র লোডশেডিং-এ কুপোকাৎ চিনপাই গ্রামের বাসিন্দারা।

১৩) ৬ আগস্ট সকাল ৮টা নওপাড়া বাসস্ট্যান্ডে ইট ভর্তি লরির ধাক্কায় মৃত ছাত্র অভি রুইদাস। ক্ষতিপূরণের দাবিতে বাবুইজোড় রাস্তা অবরোধ করে।

১৪) বীরভূম জেলার সরকারি প্রকল্পের কাজ ও আইনশৃঙ্খলায় সন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী।

১৫) রাজনৈতিক রং না দেখে পুলিশকে কড়াভাবে কাজ করার বার্তা।

১৬) 'সিবিআই না পারলে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদক আমি খুঁজে দেব'– শান্তিনিকেতনে বললেন মুখ্যমন্ত্রী।

১৭) নেই স্থায়ী ব্রিজ, তাই বর্ষা আতঙ্কে থাকে বিশালপুর, রামচন্দ্রপুর, কলোরা, মামুদপুর সহ ১২টি গ্রামের বাসিন্দারা।

১৮) সিউড়ি সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে মৃত এক, চিকিৎসাধীন আরও এক যুবক।

১৯) বর্ষায় পুকুরে পরিণত হয়েছে সিউড়ি আন্ডারপাস।

২০) শ্রাবণ মাসের সোমবারগুলিতে বক্রেশ্বরে উপচে পড়ল শিবভক্তদের ভিড়।

২১) তারাপীঠে হবে ইকো-পার্ক।

২২) মাদকবিরোধী প্রচার ফকিরপাড়া ও ভাঁড়কাটা গ্রামে।

২৩) রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য রাজনগরে অবৈধ উচ্ছেদ ভাঙল প্রশাসন।

জলে ডুবে মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : খালের জলে ডুবে মারা গেল রামপুরহাটের চাকলামাঠ গ্রামের সৌম্য আখতার ও ৬ বছরের রেশমা খাতুন। ১৩ আগস্ট সাঁইথিয়ার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে ময়ূরাক্ষী নদীর জলে তলিয়ে যায় দুই শিশু। পরেরদিন ১৪ আগস্ট ডুবুরি নামিয়ে বুলু সাউ নামে এক শিশুর দেহ উদ্ধার করা হয়। নিখোঁজ অপর শিশু। গোপালপুর ও কুখুটিয়া গ্রামে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের।

দাঁড়িয়া তৃণমূলের দখলে

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : গত বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং-১ ব্লকের দাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮টি আসন নিয়ে বোর্ড গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। এতদিন এই পঞ্চায়েত সিপিএম –আরএসপি এবং কংগ্রেস জোটের হাতে ছিল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৪টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ২টি, নির্দল ৬টি, সিপিএম ৪টি এবং আরএসপি ২টি আসনে জয়ী হয়। নির্দল ৬ জন প্রার্থী কংগ্রেসে যোগদান করলে সিপিএম এবং আর এসপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রধান হন জোটের নন্দরানী সরদার। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজে দুর্নীতির অভিযোগ নির্দলের ৬ জন প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করে। ফলে ৮টি আসন নিয়ে এদিন বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। তৃণমূলের সন্ধ্যারাণী নস্কর প্রধান পদে এবং উপপ্রধান পদে সিদ্ধেশ্বর মন্ডল নির্বাচিত হয়।

বাসন্তী গোসাবায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাসন্তীর ভাঙনখালি কলতলা মোড়ে পাথর ভর্তি লরির চাকার তলায় পড়ে মৃত্যু হয় ট্রাকের খালাসি আব্দুল মোল্লার। আর একটি ঘটনায় গোসাবার বিরাজনগর এলাকায় গত রবিবার গভীর রাতে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ৭০ বছরের বৃদ্ধ রামপদ বৈরাগীর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামপদবাবু প্রতিদিনের মত রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েন। গভীর রাতে কয়েকদিনের ঝড়বৃষ্টিতে দুর্বল হয়ে যাওয়া মাটির দেওয়াল ধ্বসে চাপা পড়েন তিনি। স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গৃহবধূর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : শনিবার ঘরের মেঝে থেকে এক গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃত গৃহবধূর নাম স্বপ্না সামন্ত (২৪)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার রামচন্দ্র খালির সামন্ত পাড়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সামন্তপাড়া গ্রামের বাসিন্দা দেবাশিস সামন্তর সঙ্গে বছর তিনেক আগে বিয়ে স্বপ্নার। বেশ কিছুদিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলছিল দেবাশিস ও স্বপ্নার মধ্যে। তাদের দশ বছরের এক পুত্র সন্তান আছে। এদিন সকালে ঘরের মেঝের উপর গৃহবধূ স্বপ্নার দেহ পড়ে থাকতে দেখে পরিবারের সদস্যরা চিৎকার করে। চিৎকার শুনে স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসে। তারা বাসন্তী থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানান এক গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে বিষ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে তবে এখনও পর্যন্ত কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি।

পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি : শনিবার সকালে রাস্তার ধারে একটি খাল থেকে অজ্ঞাত পরিচিত এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার নারায়ণপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে নারায়ণপুরের খালে স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন একটি পচা গলা দেহ ভাসতে দেখে এদিন সকালে। সঙ্গে সঙ্গে তারা কুলপি থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ এবং দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানান একটি খাল থেকে অজ্ঞাত পরিচিত এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয়ের খোঁজ করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে।

হুগলিতে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ পালিত

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থানে সাড়ম্বরে পালিত হল 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি। চুঁচুড়াতে এই কর্মসূচিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি আলহাজ শেখ মেহেবুব রহমান, পুরপ্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জি, উপ-পুরপ্রধান অমিত রায়, জেলাশাসক সঞ্জয় বনসল প্রমূখ। অন্যদিকে গত ১৯ অগষ্ট চন্দননগর থানা থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়। সেখানে সাংসদ রত্না দে নাগ, পুলিশ সুপার প্রবীন কুমার ত্রিপাঠী প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। একটি পদযাত্রার মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়।

মাধ্যমিকের নমুনা প্রশ্নপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলেজ স্ট্রিটের হেয়ার স্কুল ক্যাম্পাসস্থিত 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি' সঙ্কলিত ও সম্পাদিত রাজ্যের ৪১টি সরকারি বিদ্যালয়ে প্রায় ২০০ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা নতুন পাঠক্রমের (২০১৬) 'ধরনে'র বিষয়টিকে যথাযথভাবে মান্য করে তৈরি করা 'মাধ্যমিক মডেল কোশ্চেন পেপারস-২০১৭' গত ২০ আগস্ট সমিতির সভাপতি তথা হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক তুষারকান্তি মন্ডল বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০১৭-র মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে পর্ষদের নব-প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম ও প্রশ্নের ধাঁচ মোতাবেক। সেজন্যই পর্ষদের নির্দেশ মোতাবেক বাংলা বিষয়ে ১১টি সেট, ইংরেজিতে ১৭টি সেট, অঙ্কে ১৩টি সেট, ভৌতবিজ্ঞানে ১৭টি সেট, জীবন বিজ্ঞানে ১২টি সেট, ইতিহাসে ১৪টি সেট এবং ভূগোলে ১৩টি সেটের প্রশ্নপত্র থাকছে বর্তমান সময়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাছে অপরিহার্য এই প্রশ্নগুচ্ছ বইটিতে। বইটিতে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের গুণগত ও সুচিন্তিত ভাবনা।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সুপরামর্শ যোগ হয়ে প্রশ্নগুলি সংহত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এদিকে কয়েকজন অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষকের পরামর্শ আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা এই বইটি কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে

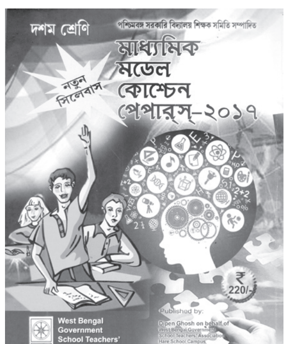

ব্যবহার করতে। কারণ বইটিকে হয়তো দ্রুততার সঙ্গে প্রকাশ করতে গিয়ে প্রকাশ কালে অসংখ্য বানান ও ছাপায় ভুল এবং ভূগোল বিষয়ের ১৯৩ নম্বর পাতাটি ভুল ছাপা হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অভিভাবক অভিভাবিকারা বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে হেয়ার স্কুল ক্যাম্পাসে সমিতির দফতর থেকে ১৬৫ টাকায় এই বইটি সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়াও কলেজ স্ট্রিটের হেয়ার স্কুলের গেটের পাশেই 'জে বুক ট্রেডার্স' (চলভাষ : ৯৮৩৬১৯৬৬৩৫) এবং ১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের 'টিএম বুক স্টল' (চলভাষ : ৯৮৩০৫৮৯৪১৩) থেকে সর্বক্ষণ ১৯০ টাকায় বইটি পেতে পারেন। বইটির প্রকৃত দাম ২২০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গকে নির্মল রাখতে মশাল দৌড়

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

পশ্চিমবঙ্গকে নির্মল করতে গত ১৯ তারিখে আমার শৌচাগার প্ল্যাকার্ড নিয়ে এক বিশাল মশাল দৌড় অনুষ্ঠিত হল। বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতি ও বারুইপুর বিডিও-র উদ্যোগে এই মশাল দৌড় শুরু হয় বিকাল ৫টায়। চম্পাহাটি থেকে বারুইপুর ফুলতলা পর্যন্ত অর্থাৎ ৮ কিলোমিটার রাস্তা দৌড়ে অতিক্রম করল বারুইপুরের সাঁওতালী স্কুলের ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী। চম্পাহাটিতে আরম্ভস্থলে একটি ছোট মঞ্চ করা হয়েছিল। সেখানে চলছিল বাউল গান। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুরের বিডিও সৌম্য ঘোষ ও জয়েন্ট বিডিও সায়ন্তন ভট্টাচার্য, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আকচার আলি নস্কর, সমিতির সহ সভাপতি শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী, তৃণমূলের জেলা পরিষদের মহা সচিব আবু তাহের, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির অজয় মাইতি। বারুইপুর বিডিও ও জয়েন্ট বিডিও হাতে মশাল নিয়ে উদ্বোধন করেন এই র‍্যালির। এই ৮ কিলোমিটার রাস্তার দু ধারে ছিল অগনতি মানুষের উপচে পড়া ভিড়। এই দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল ছোট হাতি গাড়ি। ছিল বোঝাই প্রাণধারা পানীয় জল।

সারা রাস্তা ধরে যারা দৌড়াচ্ছিল গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ার আগে তাদের শুধু জল দেওয়া হয়েছে। রাস্তার দুধারে শুধু এলাকার মানুষেরা ফুল ছুড়েছেন, সংবর্ধনা জানিয়েছেন। এই মশাল দৌড়ের উদ্দেশ্য নিজেদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, কোথাও নোংরা ফেলতে দেবো না কখনই, খোলা জায়গায় মলত্যাগ করব না, খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, খাবার জল স্বাস্থ্য সম্মতভাবে সংগ্রহ করতে হবে, আমাদের গ্রামের পরিচ্ছন্নতা আমরা আজ থেকে দায়বদ্ধ থাকলাম। আমাদের নির্মল শপথ।

লজ্জাজনক সংঘর্ষ

প্রথম পাতার পর

সেই সময় বেশ কিছু অভিভাবক হঠাৎ করে বৈঠকের মধ্যে ঢুকে আমাদের উপর চড়াও হয়ে আমাকে ও আমার সহকর্মী বেশ কয়েকজন শিক্ষককে বেধড়কভাবে কিল, চড়, ঘুষি মারতে থাকেন। এমনকি পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক দাস শিক্ষিকা রেশমি সাঁতরা ও সঙ্গীতা মন্ডলকে পর পর দুটি জলের জগ ছুঁড়ে মারেন।' এরপর প্রায় দেড়ঘন্টা স্কুলের একটি ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ করে আটক রাখা হয় বলে অভিযোগ। পরে খবর পেয়ে স্কুলে পৌঁছায় ফ্রেজারগঞ্জ থানার পুলিশ। তবে স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি শিক্ষকদের তোলা অভিযোগ অস্বীকার বলেন, 'এদিন বৈঠক ডেকে সমস্যা সমাধানের পরেও ওই শিক্ষক শিক্ষিকারা ক্লাস নিতে চাইছিলেন না। তা নিয়ে অভিভাবকরা সামান্য ক্ষোভ দেখিয়েছেন। মারধরের কোনও ঘটনা ঘটেনি।'

এরপর বুধবার সকালে আক্রান্ত ফ্রেজার কোস্টাল থানায় পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক দাস ও সদস্য অসিত দাস, সুনীল মাইতি, নিতাই বর সহ সাতজন অভিভাবক মিলিয়ে ১১ জনের বিরুদ্ধে মারধর ও হুমকির অভিযোগ দায়ের করেন জনা সাতেক শিক্ষক-শিক্ষিকা। এছাড়াও আক্রান্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে ঘটনাটি ইমেল মারফৎ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিআই বাদল পাত্রকে জানানো হয়েছে। থানা থেকে ঘুরে আক্রান্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা এদিনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্কুলে পৌঁছে ক্লাসে যান। তবে স্কুল চত্বর ছিল থমথমে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে। যদিও এদিন রাত পর্যন্ত অভিযুক্তদের কেউ গ্রেফতার হয়নি। অন্যদিকে শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপর হামলার নিন্দা জানিয়ে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবিটিএ শিক্ষক সংগঠন। এদিন দুপুরে এবিটিএ শিক্ষক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা মথুরাপুর কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতির নেতৃত্বে ৮ জনের একটি প্রতিনিধি দল হাসপাতালে অসুস্থ শিক্ষক মনোরঞ্জন দাসের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। পরে এবিটিএ শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের পাশাপাশি আক্রান্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিরাপত্তার দাবিতে কাকদ্বীপ মহকুমা শাসক রাহুল নাথ ও এসডিপিও অশেষ বিক্রম দস্তিদারের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন। তবে এদিনও আক্রান্ত শিক্ষকদের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবাশিস ভৌমিক বলেন, 'মারধরের কোনও ঘটনাই ঘটেনি। পুলিশ তদন্ত করলে আসল সত্য বেরিয়ে পড়বে।'

তবে এদিনও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক দাস বলেন, 'সত্য কোনদিন লুভায় না। আমি কোনও দিন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করিনি। পুলিশের কাছে তো যখন ওনারা অভিযোগ করেছেন। পুলিও নিরপেক্ষ তদন্ত করুক। সমস্ত মিথ্যা ফাঁস হয়ে যাবে।' এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিআই বাদল পাত্র জানান, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ভূতে ধরার ছুতোয় মারধর ছাত্রকে

প্রথম পাতার পর

যদিও ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর মঙ্গলবার দুপুরে স্কুলের কয়েকজন শিক্ষককে নিয়ে ওই ছাত্রকে দেখতে বাড়িতে আসেন প্রধান শিক্ষক আবদুল গফফর মোল্লা। তিনি অসুস্থ ছাত্রের বাবা-মা সহ পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে ঘটনাটি খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। পরে আবদুল গফফর সংবাদ মাধ্যমকে জানান, 'আমি চিকিৎসার জন্য কলকাতায় ছিলাম। ওই ছাত্র ও তার পরিবারের মুখ থেকে সব শুনেছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধ কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর হাজিপুরের বাসিন্দা হাসিবুর। তার বাবা হামিদ মোকামী পেশায় ট্রাক চালক। ছোটবেলা থেকে ছটফটে হলেও পড়াশুনায় মেধাবী বছর এগারোর হাসিবুর। দুই ভাইবোনের মধ্যে ছোট সে। গত আট মাস আগে উস্তির হটুগঞ্জ আল আমিন মিল্লি মিশনের পঞ্চম শ্রেণিতে হাসিবুরকে ভর্তি করে তাঁর বাবা মা। হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করত ছাত্রটি। অভিযোগ, রবিবার দুপুরে হোস্টেলের ছাত্রদের ঘরের মধ্যে লুঙ্গি শুকনো করতে দেয় শিক্ষক ও কেয়ারটেকার। হাসিবুর সহ কয়েকজন ছাত্র ঘটনার প্রতিবাদ জানায়।

অভিযোগ, সেটা মেনে নিতে না পেরে স্কুলের আরবির শিক্ষক মোশারফ খান ও হোস্টেলের কেয়ারটেকার মুশিয়ার রহমান মনে মনে হাসিবুরের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলেন। এদিন রাত ১১ টা নাগাদ হাসিবুর যখন হোস্টেলের ঘরে পড়াশুনা করতে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় হঠাৎ করে ছাত্রদের মধ্যে হাসিবুরকে ভূতে ধরেছে বলে ওই শিক্ষক ও হোস্টেলের কেয়ারটেকার চাউর করে দেয় বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, তাই ভূত ছাড়াতে হবে এই নিদান দিয়ে কিল, ঘুষির পাশাপাশি স্কেল দিয়ে বেধড়ক মারতে শুরু করেন শিক্ষক ও হোস্টেলের কেয়ারটেকার। প্রায় ঘন্টা খানেক ধরে এভাবে হাসিবুরের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালানো হয় বলে অভিযোগ। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এক সময় অচৈতন্য হয়ে পড়ে ওই ছাত্র।

পরে জ্ঞান ফিরলেও অসুস্থ হয়ে পড়ে ছাত্রটি। তারপরও কোনরকম চিকিৎসা না করিয়ে হোস্টেলের মধ্যে আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। পরের দিন সোমবার সকালে হাসিবুরের বাবাকে ফোনে জানানো হয়, হোস্টেলে ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন হোস্টেল থেকে হাসিবুরকে উদ্ধার করে দুপুরে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করান। এদিন বাড়ির বিছানায় শুয়ে আক্রান্ত ছাত্র হাসিবুর জানায়, 'আমি ওদের খারাপ কিছুতে প্রতিবাদ করতাম বলে আমাদের ওরা প্রায় মারধর করত।

আমি ভয়ে আগে কাউকে বলতে পারিনি। আবার ওই স্কুলে গেলে ওরা আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে।' জখম ছাত্রের বাবা হামিদ মোকামী জানান, 'ভূত ছাড়ানোর নিদান দিয়ে পুরনো রাগ থেকে ওইটুকু ছেলেকে যেভাবে মারধর করেছে, তাতে মরে যেতে পারত। এমনকি ঘটনার পর ছেলের কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। আমি ওই শিক্ষক ও কেয়ারটেকারের বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবার থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। ওদের শাস্তি চাই।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : আউসগ্রামের ভেদিয়া রেল ব্রিজের নিচে ডিউটি করার সময় গত ২৪ আগস্ট রাত আটটায় হাওড়া বোলপুর গামী এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় জাহাঙ্গীর সেখ (২৯) নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ কয়েক বছর ধরে বর্ষার সময় বোলপুর যাওয়ার পথে এই হাইওয়ের ওপরে জল জমায় দুর্ভোগে পড়ে মানুষ। তারা জানান, বহুদিন ধরে ফ্লাইওভার হওয়ার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

বাপিলাল দে, বালি : পড়াশুনা চুলোয় দিয়ে শুধু প্রোজেক্ট আর স্কাউটের বাড়বাড়ন্তে ক্ষোভ জমছিল বালি বঙ্গ শিশু বালিকা বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের মধ্যে। রাখি পূর্ণিমার দিন স্কুলে ডেকেও কাগজপত্র না থাকার অজুহাতে অ্যাডমিট কার্ড না দেওয়ায় সেই ক্ষোভ চরমে ওঠে। সেদিন কোনও রকমে উতরালেও প্রোজেক্ট না আনার জন্য গত শনিবারও অ্যাডমিট কার্ড দিতে অস্বীকার করতেই স্কুল কর্তৃপক্ষের উপর চড়াও হন অভিভাবকরা। তাদের দাবি প্রোজেক্টের নামে স্কুলের আর্থিক বায়ানাক্কা সামলাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন তারা। নিগৃহীত হন শিক্ষিকা সুমিতা বড়াল। চরমে পৌঁছালে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামলায়।

থানায় নিলাম

৩০ আগস্ট সোনারপুর থানার বহু দিন ধরে বাজেয়াপ্ত করা ভাঙাচোরা গাড়ি, মোটর বাইক ও অন্যান্য সামগ্রী নিলাম হতে চলেছে। এলাকার বাসিন্দাদের কাছে সোনারপুর থানার পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে যে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা এই নিলামে অংশ নিতে পারেন।

সাপের কামড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বন্যার জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে সাপের উপদ্রব। মাঠ-ঘাট ডুবে সাপেদের আস্তানা এখন জনবসতি। গত ২৪ আগস্ট আউসগ্রাম পলাশতলায় সাপের কামড়ে মৃত্যু হল ৫০ বছরের যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের। বাড়ির মাচাতে উদ্ধার হয় একটি গোখরো সাপ। ঘুষকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যতীন্দ্রবাবুকে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। প্রতিবেশিরা জানান আউসগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের বহু এলাকা এখন প্লাবিত। সাপ সহ বিভিন্ন পোকামাকড় ঢুকছে বাড়িতে। পঞ্চায়েত থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে তারা অভিযোগ করেন।

দাসনগরে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাসের ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটে হাওড়া দাসনগর থানা এলাকার হাওড়া-আমতা রোডে। প্রতিদিনকার মতো ঘটনার দিনেও বিহারের বাসিন্দা কালো দাস স্থানীয় একটি কারখানায় সাইকেলে করে সকাল সাড়ে আটটার সময় কাজে যাচ্ছিলেন। আচমকা পিছন দিক থেকে হাওড়া-ডোমজুরগামী বাস সাইকেলকে ধাক্কা মারলে সাইকেল সহ কালো দাস রাস্তায় ছিটকে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান।

9735555503 / 9046961154
সকল ছাত্র-ছাত্রীদের পছন্দের একমাত্র কোচিং সেন্টার
অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ অ্যাকাডেমি
* পঞ্চম হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়
* একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর আর্টস-এর সকল বিষয়
* বি.এ পাশ ও অনার্সের-এর সকল বিষয়
পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা যত্ন সহকারে উপযুক্ত নোটস্ সহ পড়ানো হয়
ডায়মন্ড হারবার, রায়নগর রেলগেটের সামনে

পশ্চিম বঙ্গ সরকার
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ, ফলতা
গ্রাম+পোঃ-সহরারহাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পিনঃ-৭৪৩৫০৪
দূরভাষ ঃ ০৩১৭৪-২২৫৫২৫

বিজ্ঞপ্তি নংঃ ১৬৮/আই.সি.ডি.এস./এফ এল টি তাং:২৪/০৮/২০১৬

এতদ্দ্বারা শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, ফলতা, সহরার হাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনার পক্ষ থেকে 'খাদ্য সামগ্রী মজুতকরণ, সংরক্ষণ ও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবহন' এবং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য ইচ্ছুক উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি প্রভৃতির নিকট হইতে মুখবন্ধ দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আবেদন পত্র ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হইতে ২৯/০৮/২০১৬ হইতে ১৯/০৯/২০১৬ পর্যন্ত সরকারী কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ২টা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। যথাযথ ভাবে পূরণ করা আবেদন পত্র নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে ২৯/০৮/২০১৬ হইতে ১৯/০৯/২০১৬ পর্যন্ত সরকারী কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ২টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাইবে। আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি প্রভৃতিকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, ফলতা
সহরার হাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কেষ্ট ঠাকুর তুমি কোথায়? তোমায় যে আজ বিশেষ প্রয়োজন

পার্থসারথি গুহ

কারও কাছে তিনি ত্রাতা মধুসূদন, কেউ বা তাকে সখা মাধব ভাবে, কারও চোখে তিনি প্রেম বিলোনোর দেবতা কেষ্ট ঠাকুর। একশো আট নামে নানা আঙ্গিকে তিনি পরিচিত আমাদের কাছে। এহেন শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন। তাঁর সবথেকে বড় উপস্থিতি আবার একজন ক্ষুরধার রাজনীতিবিদ হিসেবে। যাঁর কূটকৌশলে কিস্তি মাত হয়ে যায় দুষ্টের, পালন হয় শিষ্টের। শত্রুরূপী শয়তানকে পরাস্ত করতে তিনি আশ্রয় নেন পালটা ছলের। এই ছলনা অবশ্য দুষ্টের দমনে কাজে আসে, শান্তির বার্তা বয়ে আনে ধর্মের পথে চলা মানুষের কাছে। সবার প্রিয় আমাদের এই গোপালঠাকুরের জন্মদিন এখনও পালিত হয় ধূমধাম সহকারে। সকলেই কৃষ্ণলীলার নামকীর্তনে মেতে ওঠেন। এর রেশ অবশ্য থাকে ওই একটি দিনই। তারপর ফের সকলে ফিরে যান জীবনের মূলস্রোতে।

যে রাজনীতির ছলাকলায় পারদর্শী ছিলেন কৃষ্ণ তার এক এবং অদ্বিতীয়ম লক্ষ্য ছিল সমাজ থেকে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করা। সেজন্য প্রয়োজনমতো দুষ্টের থেকেও চরম পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন। এই ধরুন না কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অর্জুন যখন দেখলেন প্রতিপক্ষ হিসেবে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চলেছেন পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য কিংবা কৃপাচার্যরা তখন গ্লানিতে তাঁর মন ভরে গিয়েছিল। স্বগতোক্তি করে উঠেছিলেন অর্জুন, 'হে সখা এ কাদের বিরুদ্ধে আমি সমরে উপনীত। এরা তো সকলেই আমার অত্যন্ত আপনজন'। তখন কৃষ্ণ একজন প্রকৃত রাজনীতিবিদের মতো অর্জুনকে ব্যাখ্যা করেন এই যুদ্ধের সারমর্ম। যার মূল উপপাদ্যই হল অধর্মের পরাজয় ঘটানো। তার জন্য আত্মীয়-অনাত্মীয় দেখা হয় না।

একমাত্র নিশানাই থাকে শত্রুর বেশে থাকা পাপের নিষ্কাষণ ঘটানো। এই বিভেদ প্রিয়তম পার্থ'র চোখের সামনে পরিস্কার করে দেন জনার্দন। এরপরেই প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হয় কুরুক্ষেত্রের ময়দানে। এই যে সুচারুভাবে যুদ্ধংদেহী মনোভাব পান্ডবদের মধ্যে প্রোথিত করে দেওয়া এসবই কৃষ্ণের অবদান। ভীষ্মের বিরুদ্ধে শরসংযোজন করা থেকে কর্ণের রথ মাটিতে গেঁথে যাওয়ার পর নিরস্ত্র জেষ্ঠ্য পান্ডব (কর্ণ)কে হত্যা করতে অর্জুনকে মন্ত্রণা দেওয়া সবেতেই সেই রাজনীতিক কৃষ্ণের জারিজুরি। মহাভারত শেষপর্যন্ত ধর্মের উপাখ্যান হয়ে উঠেছে কৃষ্ণের অঙ্গুলি হেলনেই। একটা ছোট্ট চালে যুদ্ধের অব্যবহিত আগে পান্ডবদের অনুকূল করে তুলেছিলেন সার্বিক পরিস্থিতি। খোদ কৃষ্ণকে নিয়ে তখন বেজায় দড়ি টানাটানি চলছে পান্ডব এবং কৌরবদের মধ্যে। দুর্যোধন এবং তাঁর পরম প্রিয় মামাশ্রী শকুনি ভালোই জানতেন কৃষ্ণকে নিজেদের শিবিরে পেয়ে গেলে যুদ্ধ অর্ধেক জেতা হয়ে যাবে। সেইমতো কৃষ্ণের দখল নিতে দুর্যোধন এবং যুধিষ্ঠির যখন হাজির হলেন তাঁর শয্যাস্থলে তখন কৃষ্ণের একটা ছোটো চালে কাৎ হয়ে যায় কৌরব। যথারীতি ধর্মের পালনে পান্ডবপক্ষ নেন কৃষ্ণ-কানহাইয়া। এখানেই তার রণকৌশলের সার্থকতা। কৃষ্ণের সঠিক উত্তরপুরুষ যদি ভারতীয় রাজনীতি তথা অর্থশাস্ত্রে কেউ থেকে থাকেন তবে তিনি নিঃসন্দেহে চাণক্য বা কৌটিল্য। তিনিও সমাজে কিভাবে চলতে হবে তার একটা আখ্যান করে দিয়েছেন নিজের মতো করে। কৃষ্ণ চরিত্রটি ভারতীয় সমাজে যে দেবতার আসন লাভ করে, সেই দেবত্বের বাইরে গিয়েও মুরলীধর কিন্তু ধর্মের রক্ষায় রাজনীতির নব নব কৌশল প্রয়োগ করেছেন। চাণক্য আবার মানবীয় অবয়বে বেঁচে থাকার উপায় বাতলে দিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন শ্লোকে। কৃষ্ণ ভারতীয় সমাজে পূজিত হন দেবতা হিসেবে। আর চাণক্য একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত হন। অথচ দুষ্টের দমনে শিষ্টের সেবাই

দুজনের চরম লক্ষ্য।

এই জায়গা থেকেই সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয় আজকের ভারতীয় সমাজে। এখনকার যারা নেতা-মন্ত্রী, হোমরাচোমরা তাদের কাছে নিজেদের পকেট গোছানোই বড় কথা। তাতে জাতির মঙ্গল হল না অমঙ্গল কিছু এসে যায় না। ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য দাগী আসামীদের কাজে লাগানো তো এই নেতাদের বাঁ হাতের খেল। অর্থাৎ দুষ্টের পালনের মাধ্যমে শিষ্টরূপী 'উলুখাগড়া' জনগণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টিই যেন আজকের রাজনীতিকদের অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। এতে সমাজ উচ্ছন্নে গেলেও এই 'তথাকথিত' শাসকদের 'কুম্ভকর্ণ' নিদ্রা ভাঙে না সচরাচর। হায় রে কলিকাল, কবে যে আরেক কেষ্টা ব্যাটা আবির্ভূত হবে আমার-আপনার রক্ষার্থে। ভাববেন না আবার হালফিলের কেষ্টার কথা বলছি। তিনি হলেন আমাদের প্রাণকেষ্ট।

শতবর্ষে জনজাগরণে ভারত সেবাশ্রম সংঘ

প্রিয়ম গুহ

দুঃস্থ, পীড়িত, বিপর্যয় দুর্গতদের পাশে ভারত সেবাশ্রম সংঘ সর্বপ্রথম পৌঁছে যায় তাদের সাহায্যার্থে। ভারতের তো বটেই দুনিয়ার যে কোনও স্থানে আর্তের বিপদে পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় প্রণবানন্দজী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত এই সনাতন সংগঠনকে। তাদেরই শতবর্ষ চলছে ২০১৬তে। যার উদ্বোধন ঘটেছিল জানুয়ারি মাসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে। সারা বছর ধরে তাদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই আলোকজ্জ্বল শতবর্ষ পালন করে চলেছে সংঘ। জন্মাষ্টমী থেকে প্রত্যেক বছরই শুরু হয় তাদের কিছুদিন ব্যাপী উৎসব। থাকে ধর্মালোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিন্তু এবছর একটু অন্যরকম ভাবেই শুরু হল তাদের উদযাপন। ২৪ আগস্ট সকাল ৮টায় শুরু হয় শ্রীমদ্‌ভগবতগীতার শ্লোক আবৃত্তির বিশেষ প্রতিযোগিতা। এতে অংশ নিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন। এরপর বিকাল ৫টায় জিপিও-র ডিরেক্টর ও সংঘের সহ সভাপতির হাত দিয়ে উদ্ঘাটিত হয় ভারতীয় ডাক বিভাগের 'প্রথম প্রচ্ছদ', যাতে শ্রীমৎ

স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ছবি চিত্রিত হয়েছে। এছাড়াও হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শ্রীমৎ স্বামী হিরন্ময়ানন্দজি মহারাজ। তিনি আলোচনা করেন জাতির উত্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী নিয়ে। তারপর ঝঙ্কার ডান্স আকাদেমি দ্বারা পরিবেশিত হয় 'শ্রীকৃষ্ণস্মরনম্‌' নৃত্য আলেখ্য।

তারপর জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীকৃষ্ণের পুজো মধ্যে দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এদিন বিকালে শ্রীমৎ স্বামী শাস্বতানন্দজী মহারাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. রাধারমণ চক্রবর্তী, সাপ্তাহিক বর্তমান-এর সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্টরা। এরপর ২৬ তারিখ সংঘের মূল ভবনের সামনে দিয়ে শুরু হয় মহাজাগরণ যাত্রা। রথের সামনে পতাকা আন্দোলিত করে যাত্রার সূচনা করেন বর্ষীয়ান মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, উদীয়মান মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা মন্ডল এবং স্থানীয় পুর প্রতিনিধি সুদর্শনা মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিলেন সংঘের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বাত্মা মহারাজ (দিলীপ মহারাজ) সহ আরও সন্ন্যাসীরা। এই মহাজাগরণ যাত্রার মাধ্যমে ঘরে ঘরে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই মহান কর্মসূচি সংঘের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই রথ মহাজাগরণ, মহামিলন, মহা সমন্বয়ের বাণী নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার বার্তা পৌঁছে দেবে মানুষের ঘরে ঘরে। মানুষকে সততা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে হিংসা দ্বেষকে দূর করার লক্ষ্যে এই রথ উত্তর ২৪ পরগনা থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও আরও অন্যান্য জেলা পরিক্রম করে নদিয়া জেলায় শেষ হবে।

জনপ্রিয় হচ্ছে শেল ভেঙে তেল

চিরন্তন মুখোপাধ্যায়

হালে দু-একবার পেট্রল-ডিজেলের দাম সামান্য বাড়লেও গত এক বছরে তেলের দাম কিন্তু অনেকটা কমেছে। বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দামের আকস্মিক অধঃপতন নিঃসন্দেহে

বিগত বছরের অন্যতম নজরকাড়া ঘটনা। খুব স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রনেতাদের মুখে চওড়া হাসি। 'ফিল গুড' ভাব। সংবাদসংস্থা সূত্রের খবর, এর পেছনে আছে মার্কিনি হাত। তারা নাকি তেলের নতুন কোনও উৎসের খোঁজ পেয়েছেন এবং সেখান থেকে বিপুল পরিমাণে তেল উত্তোলন করায় তেলের বাজারের এমন অধঃপতন।

সারা বিশ্বে যেখানে জ্বালানির তীব্র সংকট, আগামী দিনে হাঁড়ি কীভাবে চড়বে তাই নিয়ে বিজ্ঞানীদের কপালে ভাঁজ; এই সব বিষয়কে কেন্দ্র করে যখন নানা জায়গায় সেমিনার থেকে 'বসে আঁকো' পর্যন্ত হয়ে চলেছে ঠিক তখন যদি কেউ তেলের এ হেন নতুন উৎসের সুলুক সন্ধান দিতে পারে তাহলে তো আমাদের উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করা উচিত। কিন্তু তা হচ্ছে কই? তাহলে গণ্ডগোলটা কোথায়, আসুন, ব্যাপারটা একটু খোলসা করা যাক।

ডায়াটম, প্ল্যাঙ্কটন প্রভৃতি জলজ জীব মারা যাওয়ার পর যে জৈবপদার্থ তৈরি হয় তা জলের নীচে পলির সঙ্গে গিয়ে মেশে। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে থাকতে থাকতে উপযুক্ত চাপ ও তাপমাত্রায় এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সঙ্গে মিলেমিশে ওই জৈব পদার্থ থেকে তৈরি হয় আরেক নতুন পদার্থ, নাম কেরোজেন। কঠিন পাললিক শিলার মধ্যে কেরোজেন থাকে লুকিয়ে। ঐ শিলাকে (যার পোশাকি নাম অয়েল শেল) জলের তলা থেকে তুলে এনে উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগ করে যদি লেবুর মত নিংড়ানো যায় তাহলেই বেরিয়ে পড়বে মহামূল্যবান আটক তেল।

শক্তির এত বড় এক খাজানা কি আজ হঠাৎ বেরোল? না, মোটেই নয়, এটা কোন নতুন পদ্ধতি নয় এবং আমেরিকা এর আবিষ্কারকও নয়। উইকিপিডিয়া বলছে খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে আরব দেশের বিজ্ঞানী মাসাই-আল-মারদিনি তাঁর লেখা বইয়ে শেল ভেঙে তেল বের করার কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আরব দেশে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তারপর পেটেন্ট যুগে ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশরা এর পেটেন্ট নেয়। পরবর্তীতে অন্যান্য দেশে এই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে। তবে তেল নিংড়ানো পদ্ধতি দিনে দিনে উন্নত হতে থাকে। এইভাবেই সে সময় তেল সংগ্রহ চলছিল। কিন্তু ১৯২০ সাল নাগাদ টেক্সাস ও মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলিতে অশোধিত তেলের এক বিশাল ভাণ্ডারের খোঁজ মেলার পর থেকে শেল ভেঙে তেল বার করা ক্রমশ কমতে কমতে একসময় প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কারণ এই নব-আবিষ্কৃত তেল (পেট্রোলিয়াম) তরল অবস্থায় থাকায় খুব সহজে সরাসরি পাম্প করে ওপরে তুলে আনা যায়। অপরদিকে শেলকে তুলে এনে

তাকে গুঁড়ো করে তারপর তেল বার করতে শক্তি খরচ যেমন বেশি তেমনি থাকে বায়ু ও জল দূষণের সমূহ সম্ভাবনা।

যে পদ্ধতি একসময় বাতিলের খাতায় চলে গিয়েছিল আজ আবার তার দরকার পড়লো কেন? উত্তরটা খুব সহজ, সেই পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার জমিদারের বেহিসেবি পুত্রের মত খরচা করে আমরা প্রায় শেষ করে এনেছি। ফলত, চাহিদা ও যোগানের সরল অর্থনীতির সূত্র মেনে পেট্রোলিয়ামের দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। দেখা দিচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি ও তজ্জনিত নানা সমস্যা। এর আঁচ থেকে ছোট বড় কোনও দেশই বাঁচতে পারছে না। এই অবস্থায় যারা বিশ্ববাজারের নিয়ন্ত্রক তারা কি চুপ করে বসে থাকতে পারে?

তবে শুধু আমেরিকা নয়, অন্যান্য বহু দেশই আবার পুরনো পদ্ধতিতে তাদের যে যার শেল রিজার্ভ থেকে তেল তুলছে। আমাদের ঘরের কাছের প্রতিবেশী দেশ চিন বিগত দশকে এই খাতে প্রভূত অর্থ ব্যয় করেছে। একই সাথে বিভিন্ন দেশ শেল ভাণ্ডার প্রযুক্তিকে উন্নততর করার চেষ্টা চালাচ্ছে জোরকদমে। বাইরে বের করে এনে ভাঙার বদলে ভাবা হচ্ছে কী করে জলের ভেতরেই গলিয়ে তরল করে নিয়ে তারপর পাম্প করে তোলা যায়। এর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে রেডিও ওয়েভ, মাইক্রো ওয়েভ ইত্যাদি প্রযুক্তি। পাশপাশি দূষণ কমানোর চেষ্টাও চলছে।

শেল ভেঙে তেল বার করার ক্ষেত্রে ভারত কী ভাবছে? ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের এ ব্যাপারে কোন ঘোষিত নীতির কথা আজ অবধি আমরা জানিনা। যদিও ভূতত্ত্ববিদদের দাবি আসাম ও অরুণাচল প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শেলের এক বিশাল ভাণ্ডার মজুত আছে যেখান থেকে বছরে ১৪০ মিলিয়ন টন পর্যন্ত তেল দীর্ঘ দিন ধরে তোলা সম্ভব। এটা যদি সত্য হয় তাহলে তো ভারতের নাম 'ওপেক' গোষ্ঠীভুক্তদের মধ্যে চলে আসা উচিত! আবার চিনের নজর দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে অরুণাচলের ওপর, তাও কি ওই বিপুল শেল ভাণ্ডারের জন্য?

ডেঙ্গু আক্রান্ত বাড়লেও মানতে রাজি নয় ডায়মন্ড হারবার পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ড হারবার পুরসভায় এবার জাঁকিয়ে বসেছে ডেঙ্গুর আতঙ্ক। স্থানীয় সূত্রের খবর, রায়নগরের বাসিন্দা শিক্ষক শেখর নস্করের রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু মেলায় তাকে গার্ডেনরিচের বিএনআর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এছাড়াও ওই ওয়ার্ডের এক গৃহবধূও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সব মিলিয়ে ওই ওয়ার্ডে এখনও পর্যন্ত অজানা জ্বরের চিকিৎসা চলছে অন্তত ২০ জনের। শুক্রবার নতুন করে আরও বেশ কয়েকজন জ্বর নিয়ে এদিন বিভিন্ন নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছেন। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভগবানপুর, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কালীনগর, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মাধবপুর ও রবীন্দ্রনগর, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ টাউন ও পুরাতন বাজার, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের মঞ্জিতা, ৬ ও ১১ নম্বর ওয়ার্ডের রায়নগর এলাকায় অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে রয়েছেন বহু মানুষ। যদিও পুরসভার কাছে ডেঙ্গু আক্রান্তের কোন পরিসংখ্যান নেই। এমন কি ডেঙ্গুর কথা মানতে নারাজ পুর কর্তৃপক্ষ। তবে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, ডায়মন্ড হারবার জেলার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ১২ জনের রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু মিলেছে। বেসরকারি সূত্রে এই সংখ্যাটা আরও বেশি। জেলা ও কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও অনেকেই জ্বর নিয়ে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তবে তারা সকলেই ডেঙ্গু আক্রান্ত নন। জ্বর নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগীদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশে পুরসভার পুর প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে। পুরসভা এলাকার স্বাস্থ্য কর্মীরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে সচেতনতার কাজ চালাচ্ছেন। সমস্যা দেখলে পুরসভার নজরে আনছে তারা। পুরসভা এলাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে আছে।' শুক্রবার দুপুরে পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মাধবপুর ও রবীন্দ্রনগর এলাকা ঘুরে দেখা গেল, যত্র তত্র নোংরা আবর্জনা পড়ে রয়েছে। তার ওপর রাস্তার মাটি খুঁড়ে পাইপ লাইন পাতার কাজ চলায় এক পশলা বৃষ্টিতেই খানাখন্দে জমা

জলে পরিপূর্ণ। বেআইনি নির্মাণের ফলে নিকাশি অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ায় বৃষ্টির জল জমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হয়ে উঠেছে পুরসভার বাকি ওয়ার্ডগুলোতেও। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কালীনগরের বাসিন্দা স্কুল ছাত্রী মিতা মন্ডলকে কয়েক দিনের জ্বর গায়ে নিয়ে বাড়িতে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। মিতা ছাড়াও ওই এলাকার আরও বেশ কয়েকজনকেও কাঁপুনী দেওয়া জ্বর নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। এদের অনেকেরই এখনও পর্যন্ত রক্ত পরীক্ষা করা হয়নি বলে জানান পরিবারের লোকজন। স্থানীয় বাসিন্দা গৃহবধূ মালা দাসের অভিযোগ, 'ডেঙ্গু দমনে পুরসভা এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। যদি নিত তাহলে আমাদের চোখে পড়ত। আগে থেকে যদি পুরসভা বেহাল নিকাশি নালা ও যত্রতত্র পড়ে থাকা নোংরা আবর্জনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করত, তাহলে আজ আমাদের ডেঙ্গু আতঙ্ক নিয়ে বাস করতে হত না।' সিপিএম কাউন্সিলর তথা পুরসভার বিরোধী দলনেতা পূর্ণেন্দু সরকারের অভিযোগ, 'মূলত সাতটি ওয়ার্ডে জ্বরের প্রকোপ বাড়ছে। মশাবাহিত ডেঙ্গু দমনে যতটা উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন, সে বিষয়ে পুরসভা উদাসীন। ব্লিচিং পাউডার, মশা মারার তেল ছড়ানো থেকে মশা মারার কামান ব্যবহার তো চোখেই পড়ছে না।' এদিন দুপুরে পুর বাসিন্দাদের মন থেকে ডেঙ্গু আতঙ্ক কাটাতে স্থানীয় রায়নগর ক্ষেত্রনাথ সুনীলবরণ পুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্যোগে স্কুলের কয়েকশো ছাত্রছাত্রী রায়নগর, স্টেশন বাজার ও বাটা এলাকায় সাফাই অভিযান চালায়। এমনকি ওই সমস্ত এলাকায় ব্লিচিং পাউডার ছড়ানোর পাশাপাশি লিফলেট বানিয়ে বাসিন্দাদের ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতন করেন তারা। তবে পুরসভার চেয়ারপার্সন মীরা হালদার জানান, 'ডেঙ্গু দমনে আগে থেকেই প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানোর পাশাপাশি মশা মারার তেল স্প্রে করা হচ্ছে। সমানভাবে প্রতিটি ওয়ার্ডের নিকাশি নালা ও নোংরা-আবর্জনা নিয়ম করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে।'

মাঙ্গলিকী

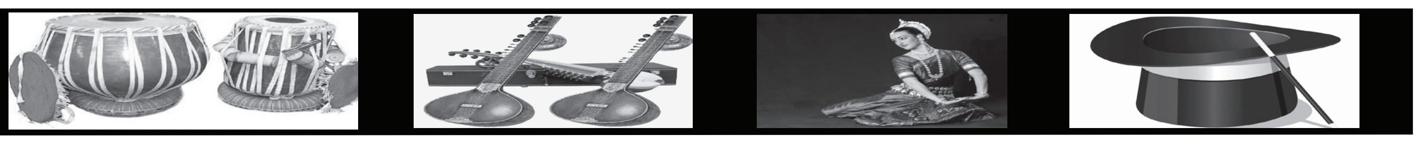

নির্মল প্রামাণিকের স্মরণ সভা ও শ্রদ্ধাঞ্জলী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ আগস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল এম আর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বজবজ ১ নং শাখার উদ্যোগে চড়িয়াল শান্তিনিকেতন হলে অনুষ্ঠিত হল প্রয়াত নির্মল প্রামাণিকের স্মরণ সভা ও শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠান। এমআর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সভাপতি নির্মল প্রামাণিক গত ২৩ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রাণপুরুষ। শান্ত সমাহিত অথচ কাজের মানুষ নির্মল প্রামাণিক ৮২ বছরেও ছিলেন সমান কর্মদক্ষ। তিনি এই ব্যবসায়িক সংগঠন ছাড়াও আপাদমস্তক একজন সৎ, কৌশলী রাজনীতিজ্ঞ। তিনি ৮১, ৮৬, ৯০ তিনবার বজবজ–এর পুরপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এমএলএ অশোক দেব সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে পুরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভূতজ্ঞানের কথা স্বীকার করেন। বজবজ পুরসভার বর্তমান সহসভাপতি গৌতম দাশগুপ্ত বলেন তিনি ছিলেন তার বাবার বন্ধু। তিনি তাঁর কাছে রাজনীতির পাঠ নিয়েছেন। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। একে একে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন জেলা সংগঠনের সহ সম্পাদক শ্যামল পাত্র,

আলিপুর সাবডিভিশনের সম্পাদক আলোকেন্দু দে ও সভাপতি কাজল দত্ত। জেলার বর্তমান সম্পাদক হাজি হাসান উল্লা লস্কর বলেন তিনি ছিলেন আমার কাছে দাদার মতো, বন্ধুর মতো। একটা গাছের ছত্রছায়ায় থেকে এতোদিন কাজ করেছি। সবশেষে সদ্য নির্বাচিত সভাপতি অমল দত্ত দীর্ঘ ভাষণে তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন শিক্ষনীয় দিকগুলি তুলে ধরেন।

সংগঠনকে সঠিক দিশায় চালনা করার জন্য সকল সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতা আহ্বান করেন। পরিশেষে শোক সন্তপ্ত পরিবারের পাশে থাকার ও ব্যবসা চালাবার সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। বজবজ ১ নম্বর ব্লকের পক্ষ থেকে পরিবারের হাতে একটি শোক প্রস্তাব তুলে দেওয়া হয়।

পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা: হুগলি জেলায় মহাসমারোহে পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব। কথিত আছে ইংরেজ সরকারের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকল ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে এই রাখি বন্ধন চালু করেন। চুঁচুড়ার পিপুলপাতি মোড়ে এই রাখিবন্ধন উৎসবে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, বিধায়ক অসিত মজুমদার, পুরপ্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জী, উপ–পুরপ্রধান আমিত রায়, জেলাশাসক সঞ্জয় বনসল, মহকুমা শাসক সুদীপ সরকার প্রমূখ। ওইদিন হুগলি মোড়েও তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা শাখার পক্ষ থেকেও রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। এর পাশাপাশি জেলার অন্যান্য স্থানেও এই রাখিবন্ধন উৎসবকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

উত্তরপাড়ায় তৃনমূল কংগ্রেসের নেতা দিলীপ যাদবের নেতৃত্বে ২৩ নং ওয়ার্ডে প্রায় ৮৫০ জন ও ২২ নং ওয়ার্ডে প্রায় ৭০০ জন মানুষ এই রাখিন্ধন উৎসবে সামিল হয়। কোন্নগরের পুরপ্রধান বাপ্পাদিত্য মুখার্জী জানান, কোন্নগরে রাখিবন্ধন উৎসবে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, উপ–পুরপ্রধান গৌতম দাশ প্রমূখ। প্রায় হাজার দুয়েক মানুষ এই উৎসবে অংশ নেয়।

সৃষ্টি ওয়েলফেয়ার সারা বছর ধরে বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রমে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রমিকদের সঙ্গ দেয়। তাই রাখির দিন চেতলার নবনীড়ে বাচিক শিল্পী থেকে শুরু করে গায়ক ও আরও অনেকে বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের বিকেলটা ভরিয়ে তুলল আনন্দে। বৃদ্ধারা খুঁজে পেল তাদের নতুন নতুন ভাইকে। আর বৃদ্ধরা খুঁজে পেল নতুন নতুন বোনকে। ভাই বোনের ভালোবাসার সৃষ্টি ঘটালো সৃষ্টি ওয়েলফেয়ার। – নিজস্ব চিত্র

বীরভূমে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

অভীক মিত্র : ১৫ আগস্ট সোমবার বীরভূম জেলায় যথাচিত মর্যাদায় পালিত হল ৭০ তম স্বাধীনতা দিবস। নলহাটি কলেজ মোড়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সিউড়ি, বোলপুর, নলহাটিতে বামেদের মানববন্ধন পালিত হয়। চিনপাই ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পতাকা উত্তোলন করা হয়। রেলযাত্রী, কর্মীদের জিলিপি বিতরণ করা হয় চিনপাই রেলস্টেশনে। বনহরি গ্রামে একদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার DYFI সভাপতি কমরেড মতিউর রহমান। মাড়গ্রাম কমিউনিটি হলের সামনে পতাকা উত্তোলন করেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক সুখবিলাস বর্মা। উপস্থিত ছিলেন খড়গ্রামের বিধায়ক আশিস মার্জিত, হাঁসনের বিধায়ক মিলটন রশিদ। হাঁসনের বিধায়ককে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এইভাবেই বীরদের ভূমিতে স্বাধীনতা দিবস মহাসামরোহে পালন করা হয়।

‘আজি শারদ প্রাতে’ প্রকাশ অনুষ্ঠান

সমৃদ্ধ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা যুগ সাগ্নিকের শারদীয় ১৪২৩শের সংখ্যার প্রকাশ ঘটবে ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলা আকাদেমি সভা ঘরে। বিশিষ্ট কবি রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণা বসু, মৃণাল বসু চৌধুরী সহ বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের বহু বিশিষ্ট কবি, লেখক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। যুগ সাগ্নিকের প্রকাশ ছাড়াও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, কবিতা ও বিবিধ পাঠে অংশগ্রহণ করবেন বহু জন। থাকবে সঙ্গীতও। অবশ্যই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সংগঠনের সভাপতি, কবি (সদা হাস্যমুখ!) বাবলু ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানের নির্দেশনায় থাকবেন যুগসাগ্নিকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, কবি প্রদীপ গুপ্ত।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ: প্রদীপ্ত গুপ্ত, সম্পাদক ‘যুগ সাগ্নিক’।

মোবাইল : ৯০৫১৪৭১০৭৫ অথবা ৯০৮৮৩৮৪৮৯৬

নব পর্য্যায় ব্যাঙ্গমার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : উপরোক্ত সংগঠনের জুলাই মাসের আসরে ১৮ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী যোগদান করেন (সাথে জাদুকরেরাও ছিলেন)। ব্যাঙ্গমার নাম নিয়ে লেখা থিম সঙ দিয়েই আসরের শুরু। সম্পাদক ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য শোনালেন তাঁর লেখা তাঁরই সুর দেওয়া থিম সঙ— আসরকে বেঁধে দিলেন ঠিক ‘স্কেলে’। এরপর রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায় (‘আমি তোমায় যত’, ‘এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে’— অনবদ্য পরিবেশন)। দীনেন্দ্র চন্দ্র সব সময়েই ব্যাঙ্গমার আসর জমান তাঁর ব্যতিক্রমী ছড়ায়— এদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। এরপর আবার গান, শিল্পী বন্দনা দত্ত। শোনালেন রবীন্দ্রনাথের হাসির গান (‘পায়ে পড়ি শুনো ভাই গাইয়ে’)— দারুণ দারুণ!

এরপর দুঃখের সাথে বলতেই হচ্ছে আসর খানিকটা ‘এলোমেলো’ হয়ে গেল তারাশঙ্কর দত্তর এক সুদীর্ঘ নিবন্ধ পাঠে, যা লেখা হয়েছে আলোজান্ডার ডুমাকে নিয়ে (পাঠের প্রথম দিকটা সকলেই শুনছিলেন, কিন্তু তারপর সুদীর্ঘ পাঠের ফলে সকলের মনোযোগ ‘উদাসী হাওয়ার পথে’ চলে গেল, লক্ষ্য করলেন এই প্রতিবেদক)। তবে আসরকে আবার ছন্দে ফেরালেন সহ সম্পাদক অমিত গঙ্গোপাধ্যায় কিছু কৌতুক পরিবেশনের মাধ্যমে, গানের আকারে। শৈলেশ্বর মুখার্জি এদিনও কিছু উপভোগ্য ‘জীবন থেকে নেওয়া’ কৌতুক কাহিনী শোনান— চালর্স চ্যাপলিন, বানার্ড শ’র জীবন থেকে। এদিন আসরে প্রথম এলেন তরুণ সাংবাদিক, জাদুকর প্রিয়ম গুহ। সকলেরই ভাল লাগল তাঁর পরিবেশিত ফুল, তাস নিয়ে ব্যাঙ্গমার উপযুক্ত মজাদার জাদু।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন তাঁর কৌতুকপূর্ণ রচনা, ‘ক্রমশঃ প্রকাশ্য কাহিনী’ (আলিপুর বার্তায় প্রকাশের অপেক্ষায়)

এদিন সাম্প্রতিক কালে সংগঠনের নিজস্ব সাহিত্য পত্রিকা ‘ব্যাঙ্গমা’–য় প্রকাশিত বিবিধ রচনার মধ্যে সেরা লেখার সম্মান পেলেন ৮০–র কোঠায় কবে পৌঁছে যাওয়া ‘তরুন’ সঙ্গীত সমৃদ্ধ সাহিত্যিক মোহিত গুপ্ত। এই পুরস্কার দিলেন প্রিয় শিল্প মনন প্রকাশনার তরফে কর্ণধার, সুবক্তা মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। মোহিত গুপ্তর হাতে তুলে দেওয়া হল মানপত্র, বইয়ের প্যাকেট, নগদ ৫০০ টাকা— তুলে দিলেন সম্পাদক ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য— সকলের উষ্ণ করতালিতে মুখরিত হল সভাঘর।

মোহিত গুপ্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন, তিনি আরও খুশি হতেন যদি তরুণ লেখকদের মধ্যে কেউ এই সম্মান পেতেন, কারণ তিনি তো এখন ‘নির্বাপিত দীপ’। এরপরেই তিনি পুরস্কার প্রাপ্ত ৫০০ টাকা ব্যাঙ্গমার তহবিলে বিনীতভাবে ‘ভালবাসা’ বলে জমা দিলেন— আবারও তিনি সকলের করতালিতে ‘অভিবাদন’ পেলেন... প্রিয় শিল্প মনন প্রকাশনার কর্ণধার মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে দিলেন : ৩ জন নিরপেক্ষ প্রাজ্ঞ সাহিত্যিক এক মত হয়ে মোহিত গুপ্তকে এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করেছেন।

এদিনও বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী রীতা বসু সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দুটি গান ‘জানিনা কবে ফুরাবে এই পথচলা’ ও ‘মায়াবতী মেঘে এলো তন্দ্রা’ শুনিয়ে সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন বাংলা আধুনিক গানের স্বর্ণালি যুগে। সৌমেন মিত্র এদিনও কিছু কৌতুক পরিবেশন করেন, যার মধ্যে কিছু ভাল সৃষ্টিও ছিল। ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য আবারও আসর জমালেন ‘তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী’–র প্যারডি হিসাবে তাঁর গান শুনিয়ে, যা লেখা হয়েছে ক্রিকেটার ধোনীকে নিয়ে। সহ সম্পাদক অমিত গঙ্গোপাধ্যায় শোনালেন তাঁর কিছুটা ট্র্যাজেডি সমৃদ্ধ অনবদ্য রম্য রচনা ‘ঘুষ’। শেফালি সরকারের ‘আমি কি অদ্ভুত ছেলে’–ও ভাল লাগলো। এই ভাবেই (চা–জলযোগসহ) নব পর্যায় ব্যাঙ্গমার ব্যতিক্রমী আসর জমে উঠল পি–৭৮ লেক রোডে, বিকালে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পেরিয়ে তারপর সবার ‘কুলায় ফেরা’, মনে ইচ্ছা রেখে পরের মাসের আসরে আসতেই হবে— পরের আসর ১৮ আগস্ট একই জায়গায়, একই সময়ে।

আরও : বিশ্বেশ্বর রায়ের ছড়া, রণধীর কুমার দে–র মজার কবিতাও ভাল লাগল।

মানপত্র প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ আগস্ট ভারতের সত্তরতম স্বাধীনতা দিবসে থ্রি–এস স্টুডিওর উদ্যোগে গোবরডাঙা ‘সৌমেন কর স্কাল্পচার আকাদেমি প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীদের মানপত্র প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আকাশবাণীর নাট্য বিভাগের অধিকর্তা আশিস গিরি। শিক্ষক শান্তনু দে, সৈকত ভট্টাচার্য, মুকুন্দ সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রয়াত শিল্পী ভূপেন হাজারিকার গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেন শিল্পী সঞ্জীব আচার্য। এছাড়া ঝুমুর গান পরিবেশন করেন শিল্পী আশিস গিরি। এছাড়া পরিবেশিত হয় শিশু শিল্পী রাজদীপ দাস ও অভিনন্দন দের সঙ্গীত এবং তবলায় শুভম সাহা। মৌমিতা করের পরিচালনায় ‘স্বাধীনতা উদযাপন’ নৃত্যানুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কবি রিনা গিরির স্বরচিত কবিতা পাঠ সহ রূপা খাতুন–এর কবিতা অন্য মাত্রা আনে। পরিশেষে ১১০ ছাত্রছাত্রীদের হাতে মানপত্র ও মেডেল তুলে দেন উক্ত অতিথিবৃন্দ। শিল্পী সৌমেন কর এবং এই উদ্যেগ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। সঞ্চালনে শান্তনু দাস প্রশংসনীয়।

বোড়ালে স্বাধীনতা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে ১২ টা ১ মিনিটে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু করেন, সোনারপুর উত্তরের যুব তৃণমূলের যৌথ আহ্বায়ক ও ৩৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ দে। পরের অনুষ্ঠান হয় ১৮ তারিখ। এলাকাবাসীদের রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছাবার্তা দেওয়া হয়। হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতাও। অংশগ্রহণ করে ৫০০ ছাত্র ছাত্রী। সমাপ্তির দিন অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন ২৫২ জন রক্তদাতা উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম রাজপুর–সোনারপুর পুর প্রধান ডাঃ পল্লব দাস, পুর প্রধানপরিষদীয় সদস্য (জল) নজরুল আলী মন্ডল। কলকাতা ৭২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও দক্ষিণ কলকাতা জয়হিন্দ দলের সভাপতি সুদীপ রঞ্জন বক্সী, কলকাতা কর্পোরেশনের বরো কমিটির চেয়ারম্যান, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্যের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের চেয়ারম্যান বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সম্পাদক অনুপম দাস, ৩৩ নং ওয়ার্ড সভাপতি কানাই কর্মকার প্রমুখ ব্যক্তিরা। রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার কাউন্সিলরদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দীপা দাস, অভ্র মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীত চট্টোপাধ্যায়। বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ বিধায়ক ও কাউন্সিররেরা।

হাবড়া দু’নম্বর প্ল্যাটফর্মে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বঁনগা শিয়ালদহ নিত্য রেলযাত্রী সংগঠন ‘পথের পাঁচালী’ ও ‘খেয়ার প্রলাপ’–এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৫ আগস্ট বিপুল উৎসাহ–উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এ বছর ৭০ তম স্বাধীনতা দিবস সূচিত হল হাবড়া ২ নম্বর রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে। সকাল দশটায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সভাপতি মণিলাল নুনিয়া। সেই সঙ্গে রবীন্দ্র–নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠানও পালিত হয়। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাবন্ধি সোফিয়ার রহমান। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন কবি সুশান্ত নাগ ও প্রণব দাস এবং শোক প্রস্তাব পাঠ করেন প্রণব দাস।

প্রধান অতিথির ভাষণে বাসুদেববাবু বলেন যে বহু রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। অথচ ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে জন চার্নকের নেতৃত্বে ইংরেজ বণিকরা হুগলিতে প্রথম কুঠি স্থাপন করে। ১৬৮৬তে নবাবের সঙ্গে খন্ডযুদ্ধে চার্নক হুগলি ত্যাগ করে সুতানুটিতে উপস্থিত হন। ১৬৯৬তে বর্ধমানের জমিদার শোভা সিং–এর সঙ্গে যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা নবাবের নিকট দুর্গ তৈরির জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে নবাব সিরাজদৌল্লা কলকালতা আক্রমণ করেন এবং ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর ঐতিহাসিক যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার পতন হয়। সেই সঙ্গে ইংরেজের প্রধান সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজরা সুদৃঢ়ভাবে বাণিজ্য এবং ভারতবর্ষ শাসন করার ভিত্তি তৈরি করে। পরবর্তী সময় তো ইতিহাস আপনারা সবাই জানেন। দুশো বছর ইংরেজরা এদেশ শাসন করেছে। বহু অত্যাচার করেছে নারী–পুরুষ নির্বিশেষে। বিনয়–বাদল–দীনেশ, ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রভৃতির আত্মবলিদান ও বহু রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলেও আজও বহু নাগরিকের অন্ন–বস্ত্র বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সুব্যবস্থা হয়নি। আগামী প্রজন্ম যাতে ভালভাবে বাঁচতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং আমাদের কাজ করতে হবে।

প্রাবন্ধিক সোফিয়ার রহমান গল্পের মাধ্যমে প্রত্যেকে প্রত্যেকের দেশের কথা বলেন। কিন্তু পাখীর কোনও দেশ নেই এই ভাবনাটিই শ্রোতাদের মধ্যে ভাবিয়ে গেলেন গল্পের মাধ্যমে। এছাড়া অপরেশ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র আচার্য, প্রদ্যুৎ বোস, উৎপল বিশ্বাস প্রমুখের বক্তব্যে রেলওয়ে যাত্রী সুবিধা–অসুবিধা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা উঠে আসে। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি তারাশংকর আচার্য, সুশান্ত নাগ, ভীমচন্দ্র পাল, সমীর বালা, তরুণকুমার দাস, পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, রামতনু ঘোষ, স্বপন সাহা প্রমুখ। এছাড়া আবৃত্তিতে ইমন সরকার, রুদ্র বিশ্বাস, অপির্তা রুদ্র এবং ?? শিল্পী দেবরাজ সাহা ও সৌম্যদীপ কুন্ডুর কৌতুক নৃত্য বিশেষ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সংগীতে প্রণব দাস, অর্পিতা রুদ্র, অঙ্কিতা বিশ্বাস, জয়ন্ত আদিত্যে রায় প্রমুখ সহ কোরাস সাংস্কৃতিক চক্রের ‘আলোখ্য’ ও নাট্যানুষ্ঠান বিশেষ প্রশংসনীয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর রুদ্রের সুন্দর পরিচালনায় বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

এ যুগের রত্নাকর ডাকাত গোকুল

সুভাষ চন্দ্র দাশ

পথচারী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতেই দেখিয়ে দিলেন বাড়িটা, একটি কালীমায়ের মন্দির, তারপর পাকা বিদ্যালয়, তারপর ছোট্ট একটি কুটির। সেখানেই মহারাজ (ডাকাত গোকুল) খালি গায়ে শুয়ে আছেন বারান্দায়। দূর থেকে দেখলেই মনে হবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। বিশাল আকৃতির দেহ। উচ্চতা প্রায় সাতফুট। বয়স প্রায় ৮০। মাথায় পাগড়ি গায়ে গেরুয়া পোশাক। এখন কাজ বলতে মানব সেবা। সাংবাদিক বলতেই বললেন আসুন। বসতে দিলেন মাদুর পেতে কুঁড়ে ঘরের বারান্দায়। তারপর শুরু হল ডাকাত জীবনের নানান কাহিনী। নাম গোকুল নস্কর, পেশা ছিল ডাকাতি।

একদা সমগ্র সুন্দরবন সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ গোকুল ডাকাতের কথা শুনে কাঁপতো। জলে স্থলে উভয় দিকেই ডাকাতি করেছেন তিনি। লোকে বলে গোকুলের নাম শুনলে ভয়ে থরহরি কম্পমান। যার ভয়ে জলে স্কুলে যে আতঙ্কের প্রহর গুণ তো এলাকা তিনি হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের কুলতলি থানার মেরিগঞ্জ–এর ডোঙ্গাজোড়া গ্রামের বাসিন্দা গোকুল নস্কর। ৭৮টি ফৌজদারি মামলার আসামী। এমন একটি দিন যায়নি যে তাঁর খোঁজে পুলিশ গ্রামে যায়নি। প্রতিদিন পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অতিষ্ঠ হয়ে গোকুলবাবুকে পুলিশের হাতে তুলে দেন তাঁর স্ত্রী সবিতাদেবী। তারপর গোকুল নস্করের ঠিকানা ছিল জেলখানা। বর্তমানে ৪টি মামলা ছাড়া বাকি ৭৪টি থেকে মুক্ত। বাকি ৪টি মামলাও প্রায় মুক্তির পথে। লেখাপড়া কিছুই জানে না বললেই চলে। শুধু মাত্র নাম সই করতে পারেন। গোকুল মহারাজরা ৬ ভাই ৫ বোন। গোকুলই বড়। প্রথম জীবনে সংসারে বড়ই অভাব অনটন লেগে থাকত। মাছ বিক্রি করে কোনও রকমে সংসার চালাতেন। তারপর ১৯৭৭ সালে সঙ্গদোষে পড়ে চুরি ডাকাতি শুরু। তিনি অন্তত ২৫–৩০ বার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন।

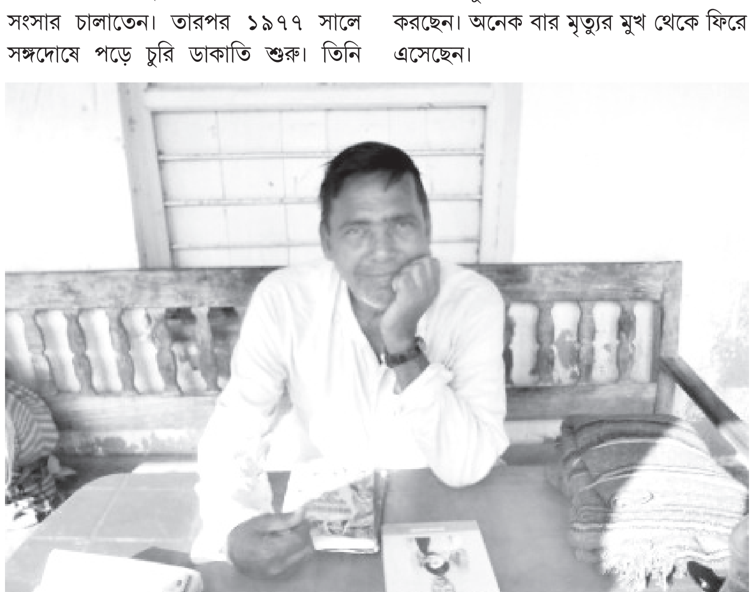

জেলার ক্যানিং, নোদাখালি, বারুইপুর, বাসন্তী, গোসাবা, সন্দেশখালি, ন্যাজাট, বসিরহাট, বজবজ সহ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি এবং আসাম, ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ একাধিক জায়গায় ডাকাতি করেছেন। তারপর বিভিন্ন স্থানে ধরা পড়া এবং লোকের সামনে পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়াকে অপমান বোধ ভেবে নিজেকে সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেন। এককথায় রামায়ণের দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি। তাঁর কথায় ডাকাত জীবনে কোনও নারীর গায়ে হাত দেননি। কাউকে মারেন নি তিনি। শুধু ভয় এবং রাশ দেখিয়ে সব কাজ করছেন। অনেক বার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন।

১৯৮২ সাল নাগাদ ডাকাতি ছেড়ে পাড়ায় পাড়ায় সাহায্য চেয়ে একটি কালী মন্দির স্থাপন করেন। তখন অবশ্য অনেকেই হাসি ঠাট্টা করতেন। গোকুলবাবু সেসব কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজে ব্রতী হলেন। তারপর এলাকায় দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে ২০০১ সালে একটি আশ্রম গড়ে তুললেন। নাম দিলেন ‘‘শ্রী শ্রী ঠাকুর সত্যানন্দ কৃষ্ণকালী সেবাশ্রম।’’ তিনজন শিক্ষক নিয়ে চলে পঠনপাঠন। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শতাধিক।

গোকুলবাবুকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার মালিক তৎকালীন জয়নগর থানার ওসি সোমদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমদেববাবু নগদ ৩০ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে গোকুলবাবুকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনেন। সোমদেববাবু বর্তমান হাওড়া জেলার শিবপুরে কর্মরত।

গোকুলবাবুর কথায়, সোমদেববাবুর মতো ঈশ্বরতুল্য মানুষ না থাকলে আমি হয়তো শেষ হয়ে যেতাম। সোমদেববাবু বর্তমানে গোকুলবাবুকে প্রতিবছর ৪ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে থাকেন। আশ্রম চালানোর জন্য বিভিন্ন স্থানে ছুটে বেড়াতে হয় গোকুল মহারাজকে।

গত ২০০৯–এর ২৫শে মে আয়লা ঝড়ে কত মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। শত শত বাড়ি ঘর ভেঙেছে। গোকুলবাবু আয়লার কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। চোখে নেমে এল জল, অঝোরে কাঁদলেন। ‘‘সেদিনের কথা ভুলতে পারিনা।’’ জানালেন ঐক্যতান নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার ত্রাণ সামগ্রী বিলি করেছেন আয়লা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়।

যেখানে অন্যান্য ত্রাণকর্মীরা পৌঁছতে পারেননি, সেখানে অবলীলাক্রমে পৌঁছে গিয়েছেন গোকুলবাবু। প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি বিদ্যালয় করার পরিকল্পনা আছে বলে জানালেন, কারোর মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলে গোকুলবাবু সমস্ত খরচ করে বিয়ে দিয়ে দেন। এলাকাবাসীরা জানালেন কোনও সাহায্যের জন্য গেলে তিনি কাউকে খালি হাতে ফেরান না।

আনন্দলোক হাসপাতালের কর্ণধার ডিকে শরাফ এর সৌজন্যে গোকুলবাবু প্রতিবছর এলাকায় কয়েক হাজার বস্ত্র বিতরণ করে থাকেন। গোকুলবাবু এখন ‘‘ডাকাত’’–এর থেকে ‘‘মহারাজ’’ নামে এলাকায় বেশি পরিচিত।

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

জার্মানকে হারিয়ে অলিম্পিক্সে সোনা ব্রাজিলের

নেইমারের চোখ এবার রাশিয়া বিশ্বকাপে

অরিঞ্জয় মিত্র

ফুটবল বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদারে, প্রতিভার অন্বেষণে যে কেউ চোখ বুঝে নাম করবে ব্রাজিলের। তাছাড়া লাতিন আমেরিকার ঘরানার ভক্ত নেই এমন কোনও দেশ বা স্থান সম্ভবত এই দুনিয়ায় নেই। সেই লাতিন দেশের কুলীনতম দেশ গিয়ে আবার ব্রাজিল। পেলে, জিকো, সক্রেটিস, রোমারিও, বেবেতো, রোনাল্ডো, রোনাল্ডিনহো, কাফু, কার্লোস, দুঙ্গা, কাকা,

রিভাল্ডোদের সরণী বেয়ে সেই ব্রাজিলে নয়া নক্ষত্র হয়ে গত কয়েকবছর বিচরণ করছেন নেইমার। গত ব্রাজিল বিশ্বকাপেও মোটামুটি ছন্দেই শুরু করেছিলেন নেইমার। আকস্মিক বিপক্ষের কড়া ট্যাকলে তাকে ছিটকে যেতে হয় বিশ্বকাপের ঠিক চরম মুহূর্তে। আর নেইমার পরবর্তী অধ্যায়ে ব্রাজিলের কি দুর্দশা হয়েছিল সেটা বোধহয় উল্লেখ না করলেও চলে। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ঘরের মাঠে দেশবাসীকে কাঁদিয়ে জার্মানির ৭-১ গোলে হেরে গ্লানির মালা পরেছিল ব্রাজিল। ভাবা যায় ফুটবল দৈত্যরা কি না এভাবে হারবে? ব্যস পুরো দেশজুড়ে শুরু হয়ে গেল শোকের আবহ। যে পরিমন্ডল ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র পৃথিবীতে। ব্রাজিলের শোকে রীতিমতো মুহ্যমান ছিল আমাদের কলকাতাও। এইভাবে হারের পর স্বাভাবিক ভাবেই যে কথাটা উঠে আসে তা হল প্রতিশোধ। অতঃপর সেই বদলা পর্ব মেটাতে খানিকটা হলেও সক্ষম ব্রাজিল। না, জার্মানির ৭ গোলের ইটের বদলে পাল্টা ৭ গোলের পাটকেল ছোঁড়া যায় নি বটে, তাও অলিম্পিক্সের মতো বিশ্ব সেরা স্পোর্টস ইভেন্টে জার্মানির মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সোনা জেতা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যের।

তাও স্বদেশের যে মাটিতে গ্লানির মেঘে ঢাকা পড়েছিল ব্রাজিল সেই একই ভূমিতে জার্মান বধ অসাধারণ তো নিশ্চিতভাবে। বলতে পারেন জার্মানির এই দল আর বিশ্বকাপের দল ধারে ভারে কোনও দিক থেকেই এক নয়। ব্রাজিলও বিশ্বকাপ মানের টিম নিয়ে অলিম্পিক্স অভিযান শুরু করেছিল তাও বলা যাবে না। কিন্তু এক এবং একমাত্র নেইমার তফাৎ গড়ে দিয়ে গেলেন দুটি দলের মধ্যে। বিশ্বকাপে চোটের জন্য জার্মানদের মোকাবিলা তিনি করতে পারেন নি। এখনও অনেক ব্রাজিলভক্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে দাবি করেন যে সেদিন নেইমার থাকলে কখনই এই ফলাফল হত না। ব্রাজিলই ফাইনালে যেত, মুখোমুখি হত আর্জেন্টিনার। এমনকি আরও একটা বিশ্বজয়ও ঘটিয়ে ফেলত পেলের দেশ বলেই বিশ্বাস ব্রাজিল অনুরাগীদের। এদের মধ্যে শুধু ব্রাজিলবাসীই রয়েছেন তা নয়, আমার-আপনার পাড়ার চায়ের দোকানের লাল্টুবাবু-কাল্টুবাবুরাও রয়েছেন। দেখবেন চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলে কোনও এক পবিত্রবাবু হয়তো বলেই বসতেন, 'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। নেইমার খেললে জার্মানি কখনই বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে সুবিধা করতে পারত না'। এটাই আম ব্রাজিলপ্রেমীর মনোভাব। আশা করা যায় ব্যাপকভাবে না হলেও হিটলারের দেশকে ফাইনালে হারিয়ে সেই ব্যথার জায়গায় কিছুটা মলম পড়েছে। তাও দগদগে সেই ঘা পুরোপুরি শুকায় নেই এটা সত্যি। কবে একটা বিশাল ব্যবধানে জার্মানি বধ হবে সেই দিকে নজর থাকবেই আগামী দিনে।

আপাতত অবগাহন করা যাক ব্রাজিলের এই সোনা জয়ে। নাই হল বড় জয় তাও সোনার মেডেল বলে কথা। এর আনন্দ কম নাকি। চুটিয়ে উপভোগ করা যাক। এবার নেইমারের কাঁধে চেপে জার্মান বিজয় সম্পন্ন হয়েছে ভবিষ্যতে একটা ব্যাপক ব্যবধানে জয় সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এভাবেই চলছে সোনা জয়ের পরবর্তী ব্রাজিলিয়ান শিডিউল। খেলার কথায় এলেও দেখা যাবে প্রায় একক নৈপুণ্যে এবারের অলিম্পিক্স নামক তরি দেশকে পার করে দিয়েছেন নেইমার। ফাইনালেই দলের একমাত্র ফিল্ড গোল তার পা থেকেই এসেছে। তারপর জার্মান শোধ করে দেওয়ার পর অতিরিক্ত সময় হয়ে খেলা গড়ায় ট্রাইবেকারে। সেখানেও জার্মান বিজয়ের শেষ সোপান গাঁথেন নেইমার নিজেই। আসলে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে চোটের জন্য তিনি মোকাবিলা করতে পারেন নি জার্মানির। সেই আক্ষেপের জায়গাটা পরিপূর্ণভাবে ভরাট করে দিল অলিম্পিক্সের ফাইনাল। যাতে নায়কোচিত ভূমিকাও নিলেন নেইমার।। এইজন্য বোধহয় বলে ভাগ্য সবসময় সাহসীর সঙ্গী হয়, এবং তাকে দুহাত ভরে সব কিছু ফিরিয়েও দেয়। সেই সুসমই সুসময়ের রাস্তা বেয়েই এখন এগোচ্ছেন শ্রীযুক্ত নেইমার। তাই তো তাকে ঘিরে এতো উন্মাদনা, এত দর্শকের আশা আকাঙ্খা। দুনিয়াতে খুব কম স্টার আছেন যারা এই মর্যাদা পেয়ে থাকেন। পেলে, মারাদোনাদের স্তরে পৌঁছাতে তাই একধাপ এগোলেন নেইমার বলা যেতেই পারে। মেসি যেটা পারেন নি, বিশ্বকাপ ফাইনাল, বা দু-দুবার কোপা ফাইনালে হেরে সেই জায়গাটা খুলে গিয়েছে নেইমারের জন্য। আশা করা যায় অবসর ভেঙে ফিরে আসার পর আগামী রাশিয়া বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করবেন মেসি। তবে সেই পাখির চোখের দিকে আরও এক ধনুর্ধর শিকারির নজর যে থাকবে সেটা একজন সাধারণ ফুটবল ভক্তও বোঝেন। তিনি যে ফুটবল জনতার নয়নের মণি নেইমার তা আর নাই বা বললাম।

জাতীয় খো খো খেলোয়াড় এখন জোগাড়ে

মলয় সুর : একবারে ছেলেবেলায় ক্লাস থ্রিতে পড়াশুনা চলাকালীন বাড়ির সামনে খেয়ালি খেলাঘর ক্লাবে খো খো খেলায় বিশ্বজিৎ-এর হাতেখড়ি। তিন বছরের মধ্যে বিশ্বজিৎ জেলাস্তরে হুগলিকে চ্যাম্পিয়ন করার কৃতিত্ব অর্জন করে। এরপর সাব জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়র মিলে উনিশ বার জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় বিশ্বজিৎ। ২০১২ সালে গুরগাঁওতে জুনিয়র ন্যাশনাল খো খো ফাইনালে তারই ক্যাপ্টেনশিপে

রানার্স হয় বাংলা। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৪৭তম সিনিয়র খো খো ন্যাশানালে গোয়ার ভাস্কো দা গামায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় মধ্যপ্রদেশের সাথে খেলায় বিশ্বজিৎ ম্যান অব দি ডে সম্মানে ভূষিত হয়। হুগলির মানকুন্ডু সরস্বতী কলোনির বাইশ বছরের যুবক বিশ্বজিৎ। বাবা কার্তিক দাস রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। তিন ভাইয়ের সংসারে বিশ্বজিৎ ছোট। ঘিঞ্জি কলোনির টালির ঘরেই সাজানা রয়েছে প্রচুর সার্টিফিকেট আর পদক। কিন্তু অভাবের সংসারে এসবের কোনও মূল্যই নেই। এখন সে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নির্মীয়মান বাড়ি ও বহুতল আবাসনে বাবার সঙ্গে জোগাড়ের কাজ করছেন। বিশ্বজিতের নিজের কথায় 'দারিদ্র্যই আমাকে খো-খো কোর্ট থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিচ্ছে। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশে যেখানে খো-খো খেলোয়াড়দের চাকরির সুবিধা আছে সেখানে এ রাজ্য এই জনপ্রিয় খেলার প্রচার প্রসারে উদাসীন।

ছন্দ পাচ্ছে না বাগান

যুধিষ্ঠির নস্কর

ড্যানিয়েল বিদেমির মতো বিদেশিকে এনে আইরিশ স্ট্রাইকার ডাফির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল আপফ্রন্টে। তাও গোলের হদিশ খুঁজতে ব্যর্থ হল মোহনবাগান। পিয়ারলেসের পাতা ডিফেন্সিভ ট্র্যাপে শেষ পর্যন্ত আটকেই গেল সবুজ মেরুন। কিছুদিন আগেই যারা ভারতীয় ক্লাবগুলির মধ্যে এশিয়া টপার হয়েছে সেই বাগানের এই হালে গড়ের মাঠের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে নিশ্চিতভাবে খুশির হাওয়া। শুধু ডিফেন্সের ফাঁদে নয় মোহনবাগানের পিয়ারলেস জয় অধরা থেকে গেল বিপক্ষ গোলকিপার শঙ্কর রায়ের অনবদ্য কিপিংয়েও। প্রত্যাশামতো ম্যান অফ দ্য ম্যাচও হলেন শঙ্কর। কিন্তু কলকাতা লিগে এখনও বাগান যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। সামনে বড় ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলকে যদি হারাতে পারে তবে প্রথমবারের জন্য শীর্ষ স্থানে যাবে সবুজ-মেরুন। ধারাবাহিকতার দিক থেকে গত ২-৩ বছরে মোহনবাগান অনেকটাই এগিয়ে। কারণ জাতীয় লিগে উপর্যুপরি দু-দুবার চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স, ফেড কাপ জয় সব ফিকে হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে না পারলে। অথচ গত কয়েকবছর থেকেই চেয়েছিল অতীত ভুলে ইস্টবেঙ্গলের সপ্তমবারের কলকাতা লিগ আটকানো থামাতে। সেখানেও খুব একটা আশার আলো নেই।

এত ভালো পারফরমেন্সের মধ্যেও মোহন শিবিরে কাঁটার মতো খচখচ করছে ইস্টবেঙ্গলের কাছে লাগাতার হার।

কিছুতেই এই গাঁট পেরতে পারছে না বাগান। এত টাকা খরচ করে টিম হচ্ছে, নামিদামি বিদেশিরা আসছে তাও ভাঁড়ার এভাবে শূন্য থেকে যাচ্ছে। এটা কেই বা মানতে পারে। ম্যানেজমেন্ট তাই প্রথম যদিও এখনও ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ বাকি। পয়েন্টের হিসেবে লাল-হলুদের ১৫-র পরেই বাগানের ১৩। তারপর ১২ পয়েন্ট নিয়ে অনেকদিন পর দুই প্রধানের সঙ্গে টক্কর নিচ্ছে মহমেডান। সবমিলিয়ে বেশ জমাটি আবহ এবারের কলকাতা লিগে। তা মোহনবাগানের জন্য আরও জমাট বাধবে না ফের ইস্টবেঙ্গলের পালে হাওয়া দেবে সেটাই এখন দেখার।

পাক ক্রিকেটে মিসবা যুগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসিফ ইকবাল, ইমরান খান, জাভেদ মিঁয়াদাদ, জাহির আব্বাস, ওয়াসিম আক্রম, ওয়াকার ইউনিস, ইনজামাম উল হক সহ কত অধিনায়ক যে পাকিস্তানের ক্যাপ্টেনশিপ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এদের মধ্যে ইমরান দেশকে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন। যা উপমহাদেশের মাটিতে পাকিস্তানের কাঁধ অনেকটাই চওড়া করেছে। তবে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া কোনও দলকে নেতৃত্ব দিয়ে তাকে পাদপ্রদীপের আলোয় ফিরিয়ে আনার মতো কঠিন কাজ মনে হয় পূর্ববর্তী কোনও অধিনায়ক করেননি পাকিস্তানের জন্য। আর এই অসম্ভবটাই সম্ভব করে দেখাচ্ছেন মিসবা-উল-হক। যাকে এখন থেকেই সর্বকালের অন্যতম সেরা পাক অধিনায়ক বলে তুলে ধরা হচ্ছে। শুধু একটা নিচের সারির দলকে টেনে তোলাই নয়, মিসবা যে কাজটা করেছেন তা পাকিস্তান কেন, দুনিয়ার অন্য কোনও ক্রিকেট ক্যাপ্টেনও পারতেন কি না সন্দেহ।

পাকিস্তানকে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে মিসবার অনবদ্য ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটা ঠিক ভারত যদি শেষ ক্যারিবিয়ান সফরের শেষ টেস্ট খেলার সুযোগ পেত তাহলে নিশ্চিতভাবে কোহলিবাহিনী হারিয়ে দিত ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। সিরিজ ভারতের পক্ষে ৩-০ হলে পাকিস্তানের এক নম্বরী শিরোপা পরা হত না। তার জন্য অবশ্য পাকিস্তানকে বা মিসবার অধিনায়কত্বকে একেবারেই খাটো করা যায় না। বরং মিসবার ক্যাপ্টেনশিপে আগামী দিনে পাকিস্তান যে অপ্রতিরোধ্য একটা ক্রিকেট টিম হয়ে উঠবে তার বার্তা স্পষ্ট। আজহারের পর বেটিং কেলেঙ্কারির কালো ছায়ায় জর্জরিত ভারতীয় দলকে নতুন করে সংঘবদ্ধ করেছিলেন তৎকালীন অধিনায়ক সৌরভ। অনেকটা তেমনভাবেই যেন মিসবা পাক ক্রিকেটকে মেলে ধরছেন ক্রিকেট বিশ্বে। তাই কখনও অধিনায়ক হিসেবে তাকে সৌরভ আবার কখনও ইমরানের মতো লাগছে। নিজের কাজে অবিচল থেকে মিসবা প্রমাণ করতে চান তিনি মিসবা-উল-হক।

মনের খেয়াল

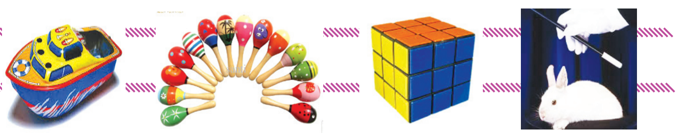

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

শিখা প্রামাণিক, চতুর্থ শ্রেণি, তারাচরণ অরণ্যকুমারী বিদ্যাপিঠ

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

টাকার খোঁজে

নিত্যানন্দ দাস

জীবনবাবু হলেন কাবু
তাঁর হাঁটু ফুলে মানকচু।
একপা এগোন, দুপা পেছোন
হাটের ভিড়ে আস্তে হাঁটেন।
একটু করে এগিয়ে যাওয়া
লাঠিটা তো মুঠোয় ধরা।
পাওনা টাকা আনতে গিয়ে

তাঁর প্রাণটা যাবে অবশেষে।
বাড়ছে বেলা কড়া রোদে
যেতে হবে মঙ্গলা হাটে।
পাগলা দাশু ফেললো হেসে
জীবনবাবুর দশা দেখে।
সে বলে, এমন করে যেতে হবে
দাদন দেয়া টাকার খোঁজে?

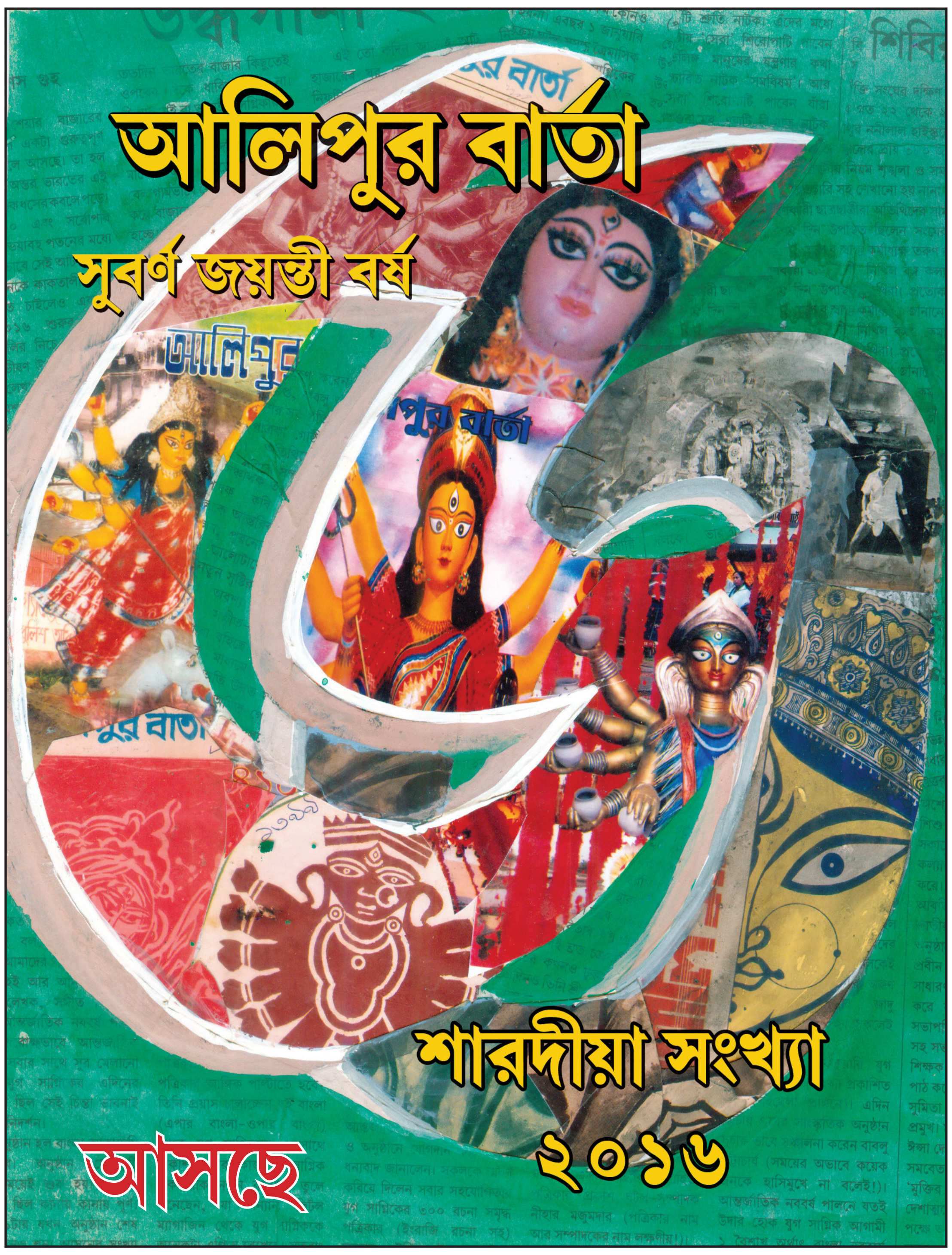

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com